ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 November 2021 ■ আগরতলা ২ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৫ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রোজভ্যালির বিরুদ্ধে ৪৬৪ কোটি টাকা আত্মসাতের চার্জসিট জমা দিল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। রোজ ভ্যালির কর্ণধার গৌতম কুন্ডু সহ তিন অধিকর্তা এবং সংস্থার বিরুদ্ধে আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জসিট জমা দিয়েছে সিবিআই। চার্জসিটে সিবিআই ৪৬৪ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনেছে। ইতিপূর্বে ত্রিপুরা পুলিশ ২০১৮ সালে চার্জসিট জমা দিয়েছিল।

এক প্রেস বিবৃতিতে সিবিআই জানিয়েছে, ২০১৯ সালের ১৮ অক্টোবর রোজ ভ্যালি চিটফান্ড কান্ডে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছিল। তদন্তে সিবিআই জানতে পেরেছে, মানুষের অর্থ আত্মসাতের উদ্দেশ্যেই অভিযুক্তরা সংস্থা গঠন করেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, বিভিন্ন স্কিম এনে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেই অর্থ লোকসানে চলছে এমন সংস্থায় বিনিয়োগ করেছে। তাঁরা একাধিক ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলেছে এবং ব্যাক্তিগতি স্বার্থে ওই অর্থের নয়ছয় করেছে।

তাঁদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, অধিক মুনাফার প্রচার করে মানুষকে প্রলুব্ধ করতেন। এক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যায় এজেন্ট নিযুক্তির মাধ্যমে মানুষ কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য বিনিময়ে ওই এজেন্টদের প্রচুর টাকা কমিশন দিয়েছেন। সিবিআই জানিয়েছে, আমানতকারীদের ৪৬৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৬ হাজার ৩৩১ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তদন্ত করে সিবিআই আজ আগরতলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জসিট জমা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রোজভ্যালী বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুসেছিল। বিভিন্ন সময়ে মনমুগ্ধকর লোভনীয় প্রকল্প সামনে এনে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের আমানত সংগ্রহ করে রাজ্য থেকে পালিয়ে যায় রোজভ্যালী। জনগণের কষ্টার্জিত আমানত ফেরত পাওয়ার জন্য আমানতকারীরা হন্যে হয়ে ছুটেছেন। প্রশাসনের দুয়ারে গিয়েছে। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের এক মহিলা মন্ত্রীকেও সিবিআই তদন্তে জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল। সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার থেকে শুরু করে সিপিএমের অনেক নেতাকেই। সিবিআই তদন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন গোটা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীরা।

উল্লেখ করা যায়, চিটফান্ড রোজভ্যালী ছাড়াও রাজ্যে আরও বহু চিটফান্ড কোটি কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করে রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়েছে। আজও তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। রাজ্যের অর্থনীতির মেরদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে ওইসব চিটফান্ডগুলি। সেই ক্ষতির ধাক্কা এখনও রাজ্যের আমানতকারীরা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

আগরতলা শহর উন্নয়নে এডিবি-র ৬১ মিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। আগরতলা শহর উন্নয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) ঋণ মঞ্জুর করেছে। এডিবি-র আর্থিক সহায়তায় জল নিষ্কাসনি ব্যবস্থা এবং সকল আবহাওয়ার উপযোগী রাস্তা নির্মিত হবে।

আজ এক টুইট বার্তায় ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, আগরতলা শহর উন্নয়নে এডিবি ৬১ মিলিয়ন ডলার ঋণ এবং ১ মিলিয়ন ডলার টেকনিকাল এসিসটেন্স বাবদ অর্থ মঞ্জুর করেছে। ওই অর্থানুকুল্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কল্পনার ত্রিপুরা মডেল রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

তাঁর কথায়, ওই অর্থে ৪৮ কিমি দীর্ঘ জল নিষ্কাসনি ব্যবস্থার উন্নতি এবং সকল আবহাওয়ার উপযোগী ২৩ কিমি রাস্তা নির্মাণ করা হবে। তাতে, ত্রিপুরার জীবনশৈলীর মানোন্নয়ন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই রাজ্য অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক হাব হিসেবে গড়ে উঠবে।

দীপাবলি উপলক্ষে উৎসব স্পেশাল ট্রেন চলবে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ নভেম্বর।। দেওয়ালী উপলক্ষে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে ফেস্টিভল স্পেশাল ট্রেন চালু করতে চলেছে। ধর্মনগর থেকে সাব্রুম রুটে আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত এই স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। ওই স্পেশাল ট্রেইনে আটটি জেনারেল স্লিপার সহ মোট বারোটি বগি থাকবে। সূচিঅনুযায়ী ট্রেনটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমে আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কংগ্রেস। আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহা আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়েছেন। পুর নিগমে ৫১টি ওয়ার্ডে আপাতত ৩৪টি ওয়ার্ডে নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। বাকি ১৭টি আসনে প্রার্থী তালিকা পরবর্তীতে ঘোষণা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়ে বিজেপি সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি পালন করেনি বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তাই, পুর নির্বাচনে বিজেপিকে সমুচীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি গণদেবতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, জনগণের আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের মূল শ্লোগান। তপশীলি জাতি, তপশিলী জনজাতি, অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আর্থিক সংস্থান করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

পুর পরিষদ নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। প্রত্যেক ভোটার ভোট প্রার্থী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী সমর্থক সহ সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন দপ্তর এবং প্রশাসনের কাছে তিনি দাবি জানিয়েছেন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হলে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত এবং কংগ্রেস দলের প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আজ প্রার্থী ঘোষণা দিতে পারে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। পুর ও নগর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৎপরতা চরমে উঠেছে। বিভিন্ন দলের তরফ থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়েই মনোনয়ন পত্র জমা দয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রার্থী তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়নি। যদিও খোয়াই এবং উত্তর জেলায় কয়েকজন প্রার্থী তৃণমূলের বলে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তবে দলের রাজ্য কমিটির কিংবা কেন্দ্রীয় কমিটির কোন নেতৃত্বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি। তবে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে আগামীকাল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত জমা পড়ল ৫৭৩টি মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে আজ ত্রিপুরায় বিরাট সংখ্যায় প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তার মধ্যে অধিকাংশই বিজেপি দলের প্রার্থী রয়েছেন। বাকি কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং নির্দল প্রার্থীরা আজ মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আজ ২৮৬টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। তাতে এখন পর্যন্ত মোট মনোনয়ন জমা পড়েছে ৫৭৩টি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় আগামী ২৫ নভেম্বর আগরতলা পুর নিগম, ৬টি পুর পরিষদ এবং ১৩টি নগর পঞ্চায়েতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৭ অক্টোবর থেকে মনোনয়ন জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। আগামী ৩ নভেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। মোট ৩৩৪টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলত্যাগ আইনে বিজেপি বিধায়ক আশীষ দাসের সদস্য পদ বাতিলের আবেদন, নোটিশ ইস্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। তৃণমূলে যোগ দিয়েই বিধায়ক পদ খোয়াতে চলেছেন ত্রিপুরার সুরমা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক আশীষ দাস। দলত্যাগ আইনে বিধায়ক পদ খারিজের আবেদনে তাঁকে বিধানসভার সচিব নোটিশ পাঠিয়েছেন। নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ সময় ধরে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিধায়ক আশীষ দাস। সম্প্রতি কলকাতায় গিয়ে মাথা মুড়িয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্য করেছেন। গতকাল আগরতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের দাবি উঠেছে। ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক বিধায়িকা কল্যাণী রায় অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তীকে সংবিধানের দশম ধারায় দলত্যাগ আইনে সুরমা কেন্দ্রের বিধায়ক আশীষ দাসের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়েছেন।

ওই আবেদনের ভিত্তিতে ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব বিধায়ক আশীষ দাসকে সদস্যপদ খারিজ না করার পক্ষে জবাব চেয়েছেন। ওই নোটিশ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

২৭ নভেম্বর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি কৃষকদের

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় সরকারকে এবার সময় বেঁধে দিলেন ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইত। সোমবার টুইট করে টিকাইত জানিয়েছেন, ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছে সময় আছে। কৃষি আইন নিয়েই কেন্দ্রকে সময় বেঁধে দিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে যদি কৃষি আইন নিয়ে কোনও ফয়সালা না হয়, তাহলে ২৭ নভেম্বর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাকেশ টিকাইত।

সোমবার টুইট করে রাকেশ টিকাইত জানিয়েছেন, '২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এরপর ২৭ নভেম্বর থেকে গ্রাম থেকে কৃষকরা ট্রাক্টর নিয়ে দিল্লির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং জাতি সংঘের মহাসচিব এন্টনিও গেটার্স এর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গ্লাসগোতে। ছবি- পিআইবি।

বক্সনগরে বিস্তর পরিমান শব্দবাজি উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ নভেম্বর।। সোমবার সাতসকালে বক্সনগর চৌমুহনীর একটি দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ পটকা বাজি উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এব্যাপারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।

আলোর উৎসব দীপাবলি সমাগত প্রায়। চারিদিকে উৎসবের মেজাজ। দীপাবলি মানেই আলোর রোশনাই উজ্জ্বলিত হওয়ার মুহূর্ত। আলোকোজ্জ্বল করার পাশাপাশি বাজি পটকা ফাটানো রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। স্বভাবতই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দোকানপাটে বাজির মজুত রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান দপ্তর শব্দ বাজি পোড়ানোর পর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এসব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিকট আওয়াজে পটকা বাজি বিক্রির ধুম পড়েছে। এসব পটকাবাজি আওয়াজে শব্দদূষণ হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। স্বভাবতই এসব পটকাবাজি যাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সহকারি হাইকমিশনে স্মারকলিপি দিল চাকমা অর্গানাইজেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। প্রতিবেশী দেশের বাংলাদেশ দূর্গা পূজার সময় ও তৎপরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পুজো মণ্ডপ ও বাড়িঘরে হামলা সহ হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আগরতলা অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনার অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেচাকমা অ্যাসোসিয়েশন। চাকমা জনজাতি সংগঠনের আটটি সংগঠন যৌথভাবে সোমবার বাংলাদেশের ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনার অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রদান করা ডেপুটেশন ও স্মারক লিপিতে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক কার্যকলাপের জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের হিংসাত্মক কার্যকলাপের পুঁজি করে আমাদের রাজ্যে যাতে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত না হয় সেজন্য সংগঠনগুলির তরফ থেকে রাজ্যের শান্তিকামী সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে ডেপুটেশন প্রদানকারী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমরাঘাটের একলব্য স্কুল বেহাল অবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে বেহাল দশায় ধুঁকছে কুমারঘাটের একলব্য মডেল স্কুল। সমস্যায় জর্জরিত উপজাতি ছাত্রাবাসটিও। সমস্যায় জর্জরিত স্কুল পড়ুয়া থেকে আবাসিকরা। কুমারঘাট একলব্য স্কুল কতৃপক্ষের নজরদারীর অভাবে স্কুল এবং ছাত্রাবাসের চারপাশ হয়ে পরেছে জঙ্গালাকীর্ন।

গোটা হোস্টেল এবং স্কুল চত্তরে কেবলই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ভেঙে পড়ছে আবাসের দরজা জানালার বিভিন্ন অংশ। তাছাড়া স্কুল এবং ছাত্রাবাসে রয়েছে তীব্র পানীয় জলের সংকট। পাশাপাশি স্কুল এবং হোস্টেলে বিদ্যুতের পরিকাঠামোগত ত্রুটিতে বিদ্যুতের গলোযোগেও প্রতিনিয়ত দুভোর্গ পোহাতে হচ্ছে পড়ুয়াদেরকে। কতৃপক্ষের কঠোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় ড্রজার চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু ১৯ ঘন্টা পর মৃতদেহ উদ্ধার, উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ নভেম্বর।। দুইদিনের অপহরণের পর মুক্তি পেয়ে যুদ্ধ চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দীর্ঘ চাপের মুখে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবকের মৃতদেহ শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা সম্ভব হল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন কাকড়ার ছড়া এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধার করার পর তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে মর্গে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ।ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য তিপ্রা মথা নামধারী দুষ্কৃতিকারীদের দলের দাপাদাপিতে আতঙ্কিত ড্রজার চালকের দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু। ঘটনা রবিবার রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ। মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার কাঁকড়া ছড়া এলাকায় ।মৃত লোকটির নাম প্রসেন সূত্রধর পিতা পরিমল সূত্রধর। বাড়িত আমবাসা কূলাই এর কেকমা ছাড়া এলাকায়। মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের নোনাছড়া এ.ডি.সি ভিলেজের একটি ২৫ লক্ষ টাকা বাজেটের ঠিকাদারি কাজ করছিল আগরতলার জনৈক ঠিকেদার দীপঙ্কর দে। তখন এলাকার তিপ্রা মথা নামধারী একাংশ দুস্কৃতিকারীরা জনৈক ঠিকেদার দীপঙ্কর দের নিকট ২ লক্ষ টাকা দাবি করে। কিন্তু ২ লক্ষ টাকা দিতে অক্ষম বলে সাফ জানিয়ে দেন ঠিকেদার দীপঙ্কর দে।

পরবর্তীতে রবিবার ৩০-৩৫ জন তিপ্রা মথার নামধারী দুষ্কৃতিকারী এই কাজের স্থানে গিয়ে কাজে বাঁধা দান করে। এবং জনৈক ঠিকাদারের . ড্রজার গাড়ির চালক তথা আমবাসা কুলাই এলাকার প্রসেন সূত্রধর কে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। সে ভয়ে ভীত হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে নোনাছড়া স্থিত স্থানীয় টি.এস.আর ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। এবং জনৈক আগরতলার ঠিকেদার দীপঙ্কর দে"কে এই বিষয় সম্পর্কে অবগত করে। তখন ঠিকাদার বাবু বিষয়টি তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার গোচরে নেন। তখন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্থানীয় মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ নিয়ে নোনাছড়া টি.এস.আর ক্যাম্পে পৌছায়, এবং ড্রজার গাড়ির চালক প্রসেনজিৎ দাস সহ ড্রজার গাড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে আসার পথে স্থানীয় কাঁকড়া ছড়া এলাকায় পৌঁছতেই বাঁক নিতে গিয়ে মূল সড়ক থেকে ১৫০ থেকে ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আমবাসা কুলাই এলাকার কেকমা ছড়া বাসিন্দা তথা ড্রজার গাড়ির চালক প্রসেন সূত্রধর।

ঘটনার খবর যায় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কার্যালয়ে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ, টিএসআর ১২নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা প্রসেন সূত্রধর মৃতদেহের তল্লাশি শুরু করে। পরবর্তীতে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযানে হাত লাগায়। অনেক চেষ্টার পর প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ ফুট গভীর খাদে প্রসেনজিতের নিথর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়।

যদিও জানা যায়, রবিবার রাতে প্রসেনজিতের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সোমবার বিকেলে প্রসেন সূত্র ধরের মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে পুলিশ। ময়নাতদন্ত শেষে নিথর মৃতদেহ পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার মৃত্যু তার অকালমৃত্যুতে পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৭ ▫ ২ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১৫ কার্ত্তিক ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

চটিয়া লাল বিজেপি নেতারা

নেতারা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজিব ব্যানার্জি বিজেপি ছাড়িয়া পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তলে শামিল চটিয়া লাল হইয়া গিয়াছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসীন হইতে না পারায় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের বশ্যতা স্বীকার করিয়া দোলে সিরিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের নেতা হইলেও রাজিব বাবু রবিবার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে চাওয়ায় তাহাকে বুকে আগলাইয়া নিইয়াছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ছাড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসে পুনরায় যোগদান করিয়া রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে রীতিমতো বোমা ফাটাইয়াছেন। শুধু রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ই নয়, আরো কয়েকজন বিজেপি ছাড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসে সামিল হইয়াছেন। পরপর এসব ঘটনায় বিজেপির নেতৃত্ব চটিয়া লাল হইয়া গিয়াছেন।

শীর্ষ কমিটিতে জায়গা পাইবার পরও কেন দল ছাড়িতেছেন নেতারা? এই প্রশ্নে বঙ্গ বিজেপির উপর চরম ক্ষুব্ধ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলার বিজেপি নেতাদের কাছে কেন্দ্রীয় পার্টির জিজ্ঞাস্য, প্রথমে দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের টিমে জায়গা পাইতেছেন তাঁহারা। তার অল্প কিছুদিন পরেই বিজেপি ভাঙিয়া পুরনো দলে ফিরিয়া যাইতেছেন। এমন হইতেছে কেন? এই প্রশ্ন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। অস্বস্তি বাড়িইয়া বিজেপির অন্যতম সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলিয়াছেন, 'তাহাদের আমি অনেক আগেই সাসপেন্ড করিতে চাহিয়াছিলাম।' রবিবারই বিজেপি ছাড়িয়া তৃণমূলে ফিরিয়া গিয়াছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৭ অক্টোবর দলের জাতীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য এবং স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হইল, জাতীয় কার্যকরী কমিটির সেই ৫০ জনের বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যের মধ্যে অন্যতম নামটিই ছিল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী সপ্তাহে দলের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কার্যকরী কমিটির বৈঠক। তাহার আগে একের পর এক এমন ঘটনা চরম অস্বস্তিতে ফেলিয়াছে দিল্লি বিজেপির কর্তাব্যক্তিদের।

এর আগে মুকুল রায়কে দলের অন্যতম সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি করিয়াছিল বিজেপি। কিন্তু তাহার ঠিক পরেই তৃণমূলে যোগ দেন মুকুলবাবু। তাঁহার ছাড়িয়া যাওয়া সেই পদে বসানো হয় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য-সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করিতেছেন, বাংলায় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর ধারেকাছে পৌঁছাইতে না পারায় এমনিতেই যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়িয়াছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। সেই অস্বস্তির রেশ এখনও পুরোমাত্রায় রহিয়াছে। অন্যদিকে, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে গেরুয়া শিবিরের নেতাদের একের পর এক দলত্যাগের ঘটনাও রীতিমতো উদ্বেগে রাখিয়াছে কেন্দ্রীয় পার্টিকে। আর তাই কাঠগড়ায় উঠিয়াছে বঙ্গ নেতৃত্ব।

এ ব্যাপারে দিলীপবাবু বলেন, 'তাহাদের দলে নেওয়ার ব্যাপারে আমি অন্তত কোনও ওকালতি করিনি। বরং দলবিরোধী মন্তব্যের জন্য অনেক আগেই রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্তদের সাসপেন্ড করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যেকেই সুখের পায়রা। এমনকী দলের কর্মীরাও জানিতেন, ভোটের পর তাহারা দলে থাকিবেন না। তাই এইসব নেতার উপর ভরসা করা ঠিক হয়নি। যাঁহারা দায়িত্ব দিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিবার দায় তাঁহাদেরই।' দিলীপবাবু বলেন, 'শুধু সর্বভারতীয় স্তর থেকেই নয়, জেলা এবং রাজ্যস্তর থেকেও দলত্যাগের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। ক্ষমতায় থাকিবেন বলিয়া বিজেপিতে আসিয়াছিলেন। এখন আবার হাতে পায়ে ধরিয়া পুরনো দলে ফেরত যাইতেছেন।' সর্বভারতীয় কমিটিতে জায়গা দেওয়ার আগে সবসময় যে কেন্দ্রের নেতারা বিজেপির রাজ্য পার্টির সঙ্গে আলোচনা সারিয়া নেন, এমনটা নয়। বরং অনেক সময়ই নিজেদের অঙ্কে বিশ্বাস করেন। তাহারই ফল ভুগিতে হয় দলকে। রাজনীতিতে সবকিছুই সম্ভব। একই কথা বারবার দলবদল করিলেও কিছুই যেন আসে যায় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে যেভাবে পরিবর্তন ঘটিতে শুরু করিয়াছে সেটাই তাহার প্রমাণ।

খনির থেকে দুষ্কৃতীদের বের করতে ধানবাদ থেকে আসছে বুলেটপ্রুফ বাহিনী

আসানসোল, ১ নভেম্বর (হি.স.): কোলিয়ারির খনির ভিতরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য। আত্মসমর্পণের বার্তা ব্যর্থ হওয়ায় এবার খনির থেকে দুষ্কৃতীদের বের করতে ধানবাদ থেকে আসছে বুলেটপ্রুফ বাহিনী। ধানবাদ থেকে বুলেটপ্রুফ পুলিশ বাহিনী সোমবার মধ্যরাতে হাজির হবে। তার পর খনির ভেতর নেমে অভিযান চালাবে প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার মাঝরাতে কয়লাচুরি করতে ভাগ্যলক্ষ্মী খনিতে পৌঁছয় প্রায় ২০ জন দুষ্কৃতীর একটি দল। তামার তার কেটে খনির ভেতর ঢুকে যায় তারা। তার পর থেকে তাদের ধরতে হিমশিম দশা হয় পুলিশের। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় খনির ভিতর থেকে গুলির লড়াই চালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। প্রায় ২৪ ঘণ্টা হতে চলল। কিন্তু এখনও কুমারডুবি ভাগ্যলক্ষ্মী খনির ভেতর থেকে বার করা যায়নি একজন দুষ্কৃতীকেও। গোলাগুলির মধ্যে তাদের আত্মসমর্পণের বার্তা দেওয়া হয়। কিন্তু তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সোমবার দিনভর কোলিয়ারির খনির ভিতর থেকে দুষ্কৃতীদের বের করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। তবে রাত পর্যন্ত দুষ্কৃতীরা বেরিয়ে আসেনি বা তাদের বের করাও যায়নি। কুমারডুবি ভাগ্যলক্ষ্মী খনির উপরিভাগ ঘিরে রেখেছে পুলিশ ও সিআইএসএফ বাহিনী। জানা গিয়েছে, ধানবাদ থেকে বুলেটপ্রুফ পুলিশ বাহিনী সোমবার মধ্যরাতে হাজির হবে। তার পর খনির ভেতর নেমে অভিযান চালাবে প্রশাসন। আপাতত খনি চত্বর খালি করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে চেষ্টার খামতি নেই। বের করে আনার চেষ্টা চলছে দুষ্কৃতীদের।

খনির মধ্যে থাকা এই দুষ্কৃতীদের কাছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দফায় দফায় তারা তা দিয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। গোটা খনি চত্বর ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। সিআইএসএফ জওয়ানরাও প্রহরায় আছেন। কোলিয়ারির ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে কীভাবে অন্য পথে খনির ভেতরে যাওয়া যায় সেবিষয়েই আলোচনা করেছেন পুলিশ কর্তারা। কিছুতেই কোনও পথ না পেয়ে অবশেষে ধানবাদ থেকে বুলেটপ্রুফ পুলিশ বাহিনী আনা হচ্ছে। সোমবার মধ্যরাতেই হাজির হবেন তাঁরা। তার পর খনির ভেতর নেমে অভিযান চালাবে প্রশাসন। আপাতত তাই খনি চত্বর খালি করে দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষার প্রহর গুনছে প্রশাসন।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হল মন্ত্রী সুব্রতের, শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, জানাল হাসপাতাল

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি.স) : সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হল রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের। হাসপাতাল সুত্রের খবর, তাঁর দেহে দু'টি 'স্টেন্ট'ও বসানো হয়েছে।

গত ২৪ অক্টোবর শারীরিক পরীক্ষার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন মন্ত্রী সুব্রত। পরীক্ষা চলাকালীন শ্বাসকষ্টের সমস্যা ধরা পড়তেই কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে উডবার্নের আইসিসিইউ-তে ভর্তি করানো হয়। পরে কার্ডিওলজি আইসিইউ তে চিকিৎসা শুরু হয় তাঁর। 'নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন' বা বাইপ্যাপ সাপোর্টে রাখা হয় রাজ্যের মন্ত্রীকে। দেওয়া হয় অক্সিজেনও। পরে তাঁর বুকেও সংক্রমণ ধরা পড়ে। তবে কিছুটা সুস্থ হওয়ায় গত সপ্তাহে বাইপ্যাপ সাপোর্ট খুলে নেওয়া হয়। চিকিৎসক সরোজ মণ্ডলের নেতৃত্ব 'মেডিক্যাল টিম' সুব্রতের চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, সোমবার অ্যাঞ্জিওগ্রাফির পরে চিকিৎসক মণ্ডলের উপস্থিতিতে হয় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। আপাতত মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

নর্মদার কোলে ... অমরকণ্টক

অন্তরা ঘোষ

আপনি কি একইসাথে ধার্মিক এবং প্রকৃতিপ্রেমিক? তাহলে বলব অআপনি অবশ্যই প্রাচীন তীর্থভূমি অমরকণ্টক ঘুরে আসুন। মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলার বৃন্ধা সাতপুর তার মৈকাল এই তিনটি পর্বতের মিলনস্থলে শৈল শহর অমরকণ্টক অবস্থিত। ৩৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত অমরকণ্টক থেকেই উৎপত্তি হয়েছে নর্মদা, শোন, ভদ্রাও জোহিলা নদীর। নর্মদা নদীর বিশেষত্ব হচ্ছে যে ভারতবর্ষে বড় বড় নদীর মধ্যে একমাত্র নর্মদা নদী পশ্চিম বাহিনী। বাকি সব নদী পূর্ব বাহিনী। অমরকণ্টককে ভালোভাবে জানতে ও চিনতে গেলে অবশ্যই পড়ুন ঈশ্বর শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রীর অমরকণ্টক নিয়ে লেখা 'তপোভূমি নর্মদা'।

ফেব্রুয়ারির এক শীতের সকালে আমরা চার বন্ধু ছত্রিশগড়ে রায়পুর থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অমরকণ্টকের উদ্দেশ্যে। গাড়িতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার জার্নি। সাতটায় বেরিয়ে সাড়ে এগারোটা নাদাগ পৌঁছে গেলাম। মাঝখানে একটা ছোট ক্যান্টিনে কিছু জলযোগ সেরে নিয়েছিলাম। অচানকমার রিজার্ভ ফরেস্টের বর্ডার পেরিয়ে পেনড্রা রোড ধরে অমরকণ্টক পৌঁছালাম। পেনড্রা রোজ থেকে অমরকণ্টক যাওয়ার পথে চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ বনানির দৃশ্য চোখ ও মন ভরিয়ে দিচ্ছিল। যত আমরা অমরকণ্টক দিকে এগোচ্ছি ততই শীতের কামড় অনুভ করছি। শীতের আমেজ ও অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শরীর মন বেশ ফুরফুরে করে তুলেছে। দুই দিনের এই অমরকণ্টকে হোটেল আগেই বুক করে রেখেছিলাম। হোটেল সর্বদায় বিশ্রাম গৃহ অমরকণ্টকের বেশ জনপ্রিয় হোটেল। হোটেল থেকেই গাড়ি বুক করলাম অমরকণ্টক ঘোরার জন্য। গাইড কাম ড্রাইভার বলল অমরকণ্টকের মোটামোটি দশটা ট্যুরিস্ট স্পট ঘোরাবে আমাদের। দু'দিনের এই অতি মনোরম ট্যুরিস্ট স্পটগুলো দেখে মন ভরে গেল আমাদের। সেই ট্যুরিস্ট স্পটগুলোই ছোট্ট করে জানাই আপনাদের।

মা নর্মদার উদ্‌গম মন্দির- প্রবেশ তোরণ পেরিয়ে ভেতরে অনেকটা পাথর বাঁধানো জায়গা। আর তার চারিদিকে অসংখ্য সাদা রংয়ের ছোট বড় মন্দির, মাঝখানে নর্মদা কুণ্ড। এই কুণ্ডকেই বলা হচ্ছে নর্মদা নদীর উদ্‌গম স্থল। ছোট বড় মিলিয়ে এখানে প্রায় ২৬টি মতো মন্দির আছে। নর্মদা কুণ্ডের উফর রয়েছে নর্মদা মন্দির যেখানে মা নর্মদার কালো কষ্টি পাথরের মূর্তি রয়েছে। কুণ্ডের জলে স্নান করা মানা। টলটলে পরিষ্কার জলে চারপাশের মন্দিরগুলোর প্রতিচ্ছবি পড়ে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে মন্দির চত্বরকে। নর্মদা মায়ের মন্দিরে ওঠার মুখে প্রাঙ্গণে একটা মন্দির চত্বরকে। নর্মদা মন্দিরে ওঠার মুখে প্রাঙ্গণে একটা প্রস্তর নির্মিত হাতি রয়েছে। সেই হাতির নিচে দিয়ে শুয়ে শুয়ে পেরিয়ে গিয়ে ভক্তগণ মন্দিরে যান। এইভাবে মা নর্মদাকে নতজানু হয়ে প্রণাম জানানো হয়। বলা হয়ে থাকে এই হাতির তলা দিয়ে যেতে পারলে পাপস্বলন হয়। সন্ধ্যাবেলা নর্মদা মায়ের আরতি দেখলে মন ভরে যাবে। এছাড়াও এখানে রয়েছে মহাদেবের জটাশংকর মন্দির। বলা হয়ে থাকে যে সরস্বতীর জলে তিনদিন, যমুনার জলে সাতদিন, আর গঙ্গার জলে একদিন স্নান করলে যে পুণ্য অর্জন হয় সেই পুণ্য অর্জন মা নর্মদাকে একবার দর্শন করলেই হয়।

কলচুরি রাজবংশের প্রাচীন মন্দির- নর্মদা মন্দির পরিসর থেকে বেরিয়ে একটু গিয়েই রয়েছে অমরকণ্টকের ঐতিহাসিক মন্দিরসমূহ চোখে পড়বে। লাল পোড়ামাটির তৈরি এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। এখানে রয়েছে সূর্য কুণ্ড, পাতালেশ্বর শিবমন্দির, কর্ণ মন্দির ও বেশকিছু শিব মন্দির। বাল হয়ে থাকে আদি শঙ্করাচর্য পাতালেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের ভেতরে বেশ কিছু খাড়া সিঁড়ি নেমে একদম নিচে পাতালেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজমান। বলা হয় শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার মেয়ে নর্মগা আসেন পিতাকে স্নান করাতে। সেইদিন জলের উচ্চতা বাড়তে থাকে ও শিবলিঙ্গ জলে ঢেকে যায়। কলচুরি রাজা কর্ণদেব একাদশ শতাব্দীতে কর্ণমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরগুলির স্থাপত্যকলা ও নির্মাণশৈলী আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

শ্রীযন্ত্র মন্দির- নর্মদার উদ্‌গম স্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের মাঝখানে একটি বিশেষ স্থানে এই শ্রীযন্ত মন্দির আছে যেটি এখনও নির্মাণের কাজ চলছে। গুরু শুকদেব আনন্দ মহারাজ ২৮ বছর আগে এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেছিলেন। এই মন্দিরে স্থাপত্য ভাস্কর্য ও আকৃতি অনেকটা তন্ত্রমন্ত্রের জন্য প্রসদ্ধি ৬৪ যোগিনী মন্দিরের মতো। মন্দিরের গর্ভগৃহে মা ত্রিপুরা দেবীর বিগ্রহ আছে। যেহেতু মন্দির নির্মাণ অসম্পূর্ণ তাই এখনও এই মন্দিরে পুজো শুরু হয়নি। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করে মন্দিরে। পর্যটকরা এই মন্দিরের অদ্ভুত ও অতুলনীয় শিল্পকলা দেখতে ভিড় করেন।

শোনমুড়া- এটি হচ্ছে শোন নদীর উৎপত্তিস্থল। এখান থেকে ভদ্রা নদীরও উৎপত্তি হয়েছে। শোন ও ভদ্রা নদী কিছুদূর গিয়ে একসাথে মিশে গিয়ে শোনভদ্রা নদীর সৃষ্টি হয় যা বরমান হয়ে গঙ্গাতে গিয়ে মেশে। শোনমুড়া অমরকণ্টকের বেশ উঁচু স্থানে অবস্থিত। এখানে সানরাইজ পয়েন্ট আছে সেখান থেকে আপনি ভোরবেলায় সুর্যোদয় দেখার সাতে সাথে অমরকণ্টকের পাহাড় ও জঙ্গলের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যও দেখতে পাবেন। এখানে এলে আপনার মনে হবে আপনি হিল স্টেশনে এসেছেন। তবে এখানে বানর থেকে একটু সাবধান থাকতে হবে। ওদের জন্য ছোলা বা বিস্কুট জাতীয় খাবার মজুত রাখতে হবে আপনাকে।

জালেশ্বরধাম শিব মন্দির নর্মদার উদ্‌গম স্থল থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের ভেতরে জালেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। এখানে অমরকণ্টকের তৃতীয় নদী জোহিলা নদীর উৎপত্তিস্থল। পুরাণে এই স্থানকে মহারুদ্রমেরু বলা হয়। পুরানে বলা হয়ে থাকে ভগবান শিব পত্নী পাবর্তীর সাথে এই অঐতি রমণীয় স্থানে বসবাস করতেন। এখানেও সানরাইজ পয়েন্ট পাবেন।

মাই কি বাগিয়া- এই স্থানে মায়ের কিশোরী বেলার প্রথম ১৩ বছর কেটেছিল। মা নর্মদা এখানে ফুল, ফল সংগ্রহ করতে আসতেন। বলা হয়ে থাকে এই স্থানে গুলবুকাবলি নামে এক যুবতী মায়ের সখী ছিলেন। এই গুলবুকাবলি এখন আয়ুর্বেদিক পুষ্প রূপে এখানকার বাগানে পাওয়া যায়। মা নর্মদার মন্দিরের সাথে সাথে এখানে ভগবান শিভ ও উত্তরমুখী হনুমানের মন্দির আছে।

অমরশ্বের ধাম মন্দির - জালেশ্বর মন্দির থেকে ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত এই মন্দির এখন নির্মাণাধীন। এখানে বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গর দর্শন লাভ হবে আপনার। এছাড়াও আছে বিশালাকার শিবলিঙ্গ যার ওজন ৫১ টন। শিবলিঙ্গটি ১১ ফুট লম্বা গ্রানাইট পাথরের তৈরি। আপনাকে শিবের মাথায় জল ঢালতে গেলে শিবলিঙ্গের দুপাশে যে সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তবেই জল ঢালতে পারবেন।

শ্রী দিগম্বর মুনি জৈন মন্দির- এটি নর্মদা উদ্‌গম স্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে বেশ উঁচু জায়গার ওপর অবস্থিত। শ্রী সর্বোদায় আদিনাথ জৈন মন্দিরটির নির্মাণকার্য ১৯ বছর ধরে চলছে। এটি অনেকটা দিল্লির বিখ্যাত অক্ষরধাম মন্দিরের আদলে নির্মিত হচ্ছে। মন্দিরটির বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে কোন সিমেন্ট, বালির ব্যবহার নেই। প্রাচীনকালের নির্মাণশৈলীকে অনুসরণ করে মার্বেল পাথরে সাথে গুড়, গন্দ, কলাই ডাল ব্যবহার করা হচ্ছে। এর উঁচু পিলার, গম্বুজাকৃতি স্তম্ভের স্থাপত্যকলা দেখে আপনি মন্ত্রমুগ্ধ হবেনই। গর্ভগৃহের বিগ্রহ অষ্টধাতুর তৈরি যার নজরকাড়া সৌন্দর্য আপনাকে বিমোহিত করবে।

কপিলধারা- অমরকণ্টক থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে ১০০ ফুট উঁচু থেকে মা নর্মদা প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ছে চিনে পাথরের উপর যা কপিলধারা জলপ্রপাত নামে পরিচিত। এই জলপ্রপাত হচ্ছে নর্মদার উদ্‌গম স্থলের পর প্রথম জলপ্রপাত। কপিলধারা জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে গেলে নিচে নামতে হবে। পর্যনটকরা এখানে ঝরনায় স্নান করে। এই স্থানেই কিছুটা দূরে আছে কপিল মুনির আশ্রম। বলা হয়ে থাকে এখান কপিলমুনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। কপিলমুনির আত্মদর্শন হয়েছিলও উনি এখানে বসেই সাংখ্য দর্শন রচনা করেছিলেন। কপিলমুনির নাম অনুসারে এই ঝর্ণার নাম হয় কপিলধারা।

দুধধারা জলপ্রপাত- এই জলপ্রপাত কপিল ধারার মতো এত বড় নয়, তবে জঙ্গলে মাঝে এই জলপ্রপাতের অনির্বাচনীয় সৌন্দর্য আপনার নজর কাড়বেই। জলের রং দুধের মত সাদা হয় বলে এই জলপ্রপাতকে দুধধারা বলে। নিচ থেকে জলপ্রপাতটি দেখার আনন্দ নিতে গেলে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে। পাথরের উফর দিয়ে বয়ে চলেছে প্রবহমান নর্মদা। পাশেই দুর্বাসা মুনির গুহা। গুহার ভিতরে দুর্বাসার প্রস্তর মূর্তি। আপনি গুহার ভেতরে ঢুকে একেবারে শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন। তবে এখানেও কিন্তু বানরের উৎপাত ভালো রকম আছে। তাই একটু সাবধান থাকতে হবে।

দু'দিন ঘোরার পর এবার ফিরে যাওয়ার সময় এসে গেল। মনে হল দু'দিন যেন পৃথিবী থেকে দূরে কোনও স্বর্গরাজ্যে ছিলাম যেখানে কলকল করে বয়ে চলা নির্ঝরিনী, ঝরনা, আপন খেয়ালে বয়ে চলা প্রবহমান নদী, সবুজ বনানি, পাখির কলতান আর সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম মনকে যেন জাগতিক পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিয়ে চলে যায়। এখানে নর্মদা শুধুমাত্র একটা নদী নয়.... এক প্রবহমান জীবনধারা। কখনও নর্মদা মুক্তিদায়িনী দেবী, কখনও নর্মদা আমাদের ঘরের মেয়ে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এরই কোলে আশ্রয় খুঁজে চলেছে। মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস, ভালোবাসার পাত্রী হয়ে উঠেছে। মা নর্মদা। একবার গিয়ে কখনই আপনার মন ভরবে না। আপনাকে আবার আসতে হবে নর্মদার টানে।

কীভাবে যাবেন- হাওড়া থেকে বিলাসপুর আসার জন্য দূরপাল্লার অনেক ট্রেন আছে। বিলাসপুর থেকে অমরকণ্টক এক্সপ্রেস আপনাকে পেনড্রো রোডে নামিয়ে দেবে। এখান থেকে ৪০-৪৫ কিমি দূরে অমরকণ্টক। পেনড্রো রোডে প্রচুর গাড়ি পেয়ে যাবেন অরকণ্টক নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কোথায় থাকবেন - এখানে থাকার জন্য ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে প্রচুর হোটেল পেয়ে যাবেন। সর্বদয়া বিশ্রাম গৃহ, অমরকণ্টক হলিডে হোটেল, নর্মদা আনন্দধাম ইত্যাদি। এছাড়া ধর্মশালাও বিভিন্ন আশ্রমও আছে থাকার জন্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আলফ্রেড হিচকক ঃ এক বিস্ময়ের নাম

সুব্রত রায়

পুরো নাম আলফ্রেড জোসেফ হিচক। একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা। জীবদ্দশায় তিনি লঞ্চাশটিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সফলতা পেয়েছেন। তাঁর চলচ্চিত্রে প্রদান উপাদান রহস্যময়তা। এই রহস্যময়তাকে ঘিরেই তিনি নান্দনিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। সেই সঙ্গে থ্রিলিং, সাসপেন্স। ছবির প্রদর্শকও তাঁকে বাল হয়।

এবার আসি হিচককের চলচ্চিত্রের নান্দনিকাতা নির্মাতা। বিশ্বচলচ্চিত্রে আলফ্রেড হিচকক একটি নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করে গেছেন। এই ধারা তিনি চলচ্চিত্রের কাহিনিতে বজায় রেখেছেন। উদ্বেগ বয়, বীতি, টানটান উত্তেজনার সংমিশ্রণ যেন তাঁর চবির প্রতিটি ফ্রেমে খেলা করতে। এরকম কাহিনি আর ক্যামেরাওয়ার্ক দিয়ে তিনি দর্শক টানতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর সেকারণেই তাঁকে মাস্টার অফ সাসপেন্স বলা হয়।

রোপ হিচককে রহস্যে ঘেরা ছবির আর একটি উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাউস মাস্টর রূপের্টের আর্ট অফ মার্ডার লেকচারের দ্বার অনুপ্রাণিত হয় ব্রান্ডন। সেই থেকে তাঁর মনে খুন করার প্রবণতা জাগে। একসময় সে তার সহপাঠী ডেভিডকে খুন করে। এই কাজে ব্রান্ডনের সঙ্গে ছিলতার বন্ধু ফিলিপ। ডেভিডের লাশকে লুকিয়ে রাখা হয় একটি অ্যান্টিক বাক্সে। তারপর তারা পার্টির আয়োজন করে। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয় ডেভিডের বাবা, আন্টি, প্রেমিকা আর সেই হাউসমাস্টারকে। যে বাক্সে ডেভিডকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেটিকে বানানো হয় ডিনার টেবিল। এভাবেই শুরু হয় ভয়ঙ্কর স্নায়ুযুদ্ধের খেলা।

সিনেমার এইসব কাহিনি নিয়ে খেলা করা হিচককে করেছে সবার থেকে আলাদা। তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্রই এক একটি মাস্টারপিস। তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্র অনেক বিখ্যাত পরিচালককে পথ দেখিয়েছে। যদিও একটা সময় তাঁর চলচ্চিত্রের নিজস্ব দর্সনতত্ত্ব সমালোচকরা ভালোভাবে নেননি। কিন্তু একটা সময় পর তিনি আর তাঁর চলচ্চিত্র দর্শন সর্বত্র সমাদর পেতে থাকে যদিও হিচককের কপালে খুব একটা পুরস্কার জোটেনি। আবার এটাও ঠিক পুরস্কার কোনো ছবির ভালমন্দের মাপকাঠি হতে পারে। না। আলফ্রেড হিচকক যে অস্কার পাননি তার জন্য অস্কার পুরস্কারটি লজ্জা পাবে, হিচকক নন। বিশ্ব চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে যাঁদের সমীহ করেন, তাঁদের মধ্যে অবধারিতভাবে হিচকক একজন। ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লস এঞ্জেলসের বেল এয়ারের বাড়িতে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। গত শতাব্দাদীর আশির দশকে আমাদের কৈশোরে আলফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস" নামে একটি সিরিজ টেলিভিশনে দেখানো হত।

পৃথিবীর নামকরা গল্পগুলোর থেকে ছোট ছোট চিত্রনাট্যে থাকত তার বয়ান।আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। একটা কাহিনির কথা তো আজও মনে পড়ে। এক ভদ্রলোক শুধু পড়তে ভালবাসতেন। ভাবতেন, আহা! পৃথিবীতে যদি সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর শুধু বই আর তিনি থাকতেন। তার বইশ্রীতি কেউ সুনজরে দেখত না। কিন্তু একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। সারা পৃথিবীতে শুধু বই আর তিনি। খুশির আতিশয্যে তিনি যখন বিভোর তখন হঠাৎ করে তার চশমাটি খুলে পড়ে যায়। চশমা ছাড়া তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। চশমা খুঁজতে গিয়ে তিনি পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলেন চশমাটি। ছবিটি তা ভাবলে এখনও শিউরে উঠতে হয়।

স্পেলবাউন্ড' কিন্তু হতবাক করে দেওয়ার মতো ছবি। ১৯৪৫ সালে তৈরি এই ছবি দেখলে মনে হব এরকম একটা ছবি দেখার জন্য অপেক্ষা করা যায় বহুদিন। গ্রেগরি পেক আর ইনপ্রিভ বার্গম্যানের যুগলবন্দি এই ছবি। মনস্তাত্বিক রহস্য ঘরানার এই ছবিতে একজন ভালো মনতত্ববিদ হিসাবে ইনগ্রিভ বার্গম্যানকে দেখা যায়। সেখানে এক ডাকসাইটে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসাবে আবির্ভাব ঘটে প্রেগরি পেকের। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার এই ছবির স্বপ্নদৃশ্যে আপনারা চিত্রশিল্পী সালভাদর দালিকে পাবেন। এটা দেখলে মনে পড়ে যেতে পারে সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিতে উত্তমকুমারের স্বপ্নদৃশ্যটির কথাও। একটি অনবদ্য ছবি। ১৯৫৮ সালে এই ছবি নির্মিত হয়। সানফ্রান্সিসকো পুলিশ বিভাগের একজন গোয়েন্দা ছিলেন জন ফার্সন। কিন্তু উচ্চতা ভীতির জন্য তার চাকরি চলে যায়। এরপর ধনাঢ্য বাল্যবন্ধু গাভিন এলস্টারের সঙ্গে দেখা হলে সেই বন্ধুটি একটি অদ্ভুত কাজের দায়িত্ব দেয় জনকে। তীর স্ত্রী নিজেকে অন্য মানুষ মনে করে এবং আত্মহত্যা করতে পারে এরকম সন্দেহ থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয় জনকে। মান্ডেলিন এলস্টার চরিত্রে দারুণ অভিনয় করেন কিম নোভাক। কাহিনি যে কোন দিক থেকে কোনদিকে গড়ায় তা ছবির শেষ দৃশ্যের আগে বোঝার উপায় নেই। এটুকু বলে রাখি, কাজ করতে গিয়ে জন প্রেমে পড়ে যায় মান্ডেলিনের। কিন্তু সেটাই ছবির মূল বিষয় নয়।

১৯৬০ সালে হিচকক তৈরি করেন "সাইকো" ছবিটি। এই ছবিটি বক্স অফিসে আনে অসামান্য সাফল্য। সমালোচকেরাও প্রশংসায় মুখর হয়ে বলেন, এমনও ছবি হয়। এ ছবির বীকে বীকে রহস্য। যে সুন্দরী মারিতেন ক্রেন (জেনেট লি)-কে মনে হয় ছবির নায়িকা, তীকেই কিছুক্ষণ পরে মনে হয় ভিলেন। তার পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে। কোথায় গেল সে? কোথায় তার গাড়িটা? বোন এক পান্থনিবাসে। সেখানেই দেখা হয় নরম্যান বেটসের সঙ্গে। তারপর কী লিখছি হিচককে নিয়ে যিনি রহস্যরোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা কাহিনির মানচিত্র এঁকে দিয়ে গেছেন। এ ছবিতে একটা স্নানের দৃশ্য রয়েছে, যার তুলনীয় দৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।

প্রতিভাবান আলফ্রেড হিচকক ১৮৯৯ সালের ১৩ই আগস্ট ইংল্যান্ডের লন্ডনে এক রোমান ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের দ্বিতীয় সন্তান তিনি। তার মা ও পিতামহী ছিলেন আইরিশ বংশোদ্ভুত। দীর্ঘ কর্মব্যস্ততার পর ৮০ বছর বয়সে ১৯৮০ সালের ২৯শে এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগেই রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে তিনি "নাইট" উপাধি লাভ করেছিলেন। আলফ্রেড হিচকক ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। খুব কম মানুষ আছেন যাঁরা এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মান। বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর নাম কখনো মলিন হবে না।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এবিভিপির কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব।

হাইলাকান্দি জেলার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করলেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক

হাইলাকান্দি (অসম), ১ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার তিনটি বিধানসভা আসনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলো সোমবার। এই তালিকা মতে, জেলায় মোট ভোটার ৫০৭৫১৫ জন। আর প্রান্তিক এই জেলায় 'ডি' ভোটার রয়েছেন ১২ জন। এদিন বিকেলে জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা।

পরে এ উদ্দেশ্যে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক রোহন কুমার ঝা এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক দীপমালা গোয়ালা, ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন আধিকারিক মূর্ছনা মালাকার, হাইলাকান্দির সার্কল অফিসার ডেভিড বরা, কাটলিছড়ার সার্কল অফিসার পুলক বিশ্বাস, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরীকে পাশে বসিয়ে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক রোহন কুমার ঝা সাংবাদিকদের জানান, করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের অধীন হাইলাকান্দি জেলার তিনটি বিধানসভা আসন যথাক্রমে ছয় নম্বর হাইলাকান্দি, সাত নম্বর কাটলিছড়া ও আট নম্বর আলগাপুর বিধানসভা আসনের খসড়া ভোটার তালিকা আজ ১ নভেম্বর সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, জেলার তিনটি আসনে মোট বুথ কেন্দ্র হচ্ছে ৬৫৬টি। হাইলাকান্দি আসনে মোট বুথ কেন্দ্র ২০৮টি, কাটলিছড়া আসনে ২৩৪টি এবং আলগাপুর আসনে মোট বুথ কেন্দ্র হচ্ছে ২১৪টি। এই ৬৫৬টি পোলিং স্টেশনের মধ্যে কাছাড় জেলায় রয়েছে ৫৪টি।

খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী, জেলায় মোট ভোটার ৫,০৭,৫১৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২,৬৩,১৮৩ এবং মহিলা ভোটার ২,৪৪,৩৩২ জন। হাইলাকান্দি আসনে মোট ভোটার ১,৬১,৪১৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮২,৮৮৯ ও মহিলা ভোটার ৭৮,৫৩০। কাটলিছড়া আসনে পুরুষ ভোটার ৯৪,১৬৬ ও মহিলা ভোটার ৮৭, ৮৩৮ মিলিয়ে মোট ভোটার ১৮, ২০০৪ জন। অন্যদিকে, আলগাপুর আসনে মোট ভোটার ১,৬৪,০৯২। এর মধ্যে পুরুষ ৮৬,১২৮ ও মহিলা ভোটার ৭৭,৯৬৪ জন।

জেলায় ২০২০ সালের হিসেবে সার্ভিস ভোটার হচ্ছেন ৮২০ জন। এর মধ্যে সদস্য ৮১১ ও স্ত্রী ৯ জন। হাইলাকান্দি আসনে মেম্বার্স ৫১২, স্ত্রী ৭ মিলে ৫১৯। কাটলিছড়ায় মেম্বার্স ১৪৪, স্ত্রী ২ মিলে ১৪৬ এবং আলগাপুর আসনে মেম্বার্স ১৫৭।

জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, জেলায় 'ডি' ভোটার রয়েছেন ১২ জন। এর মধ্যে হাইলিকান্দি আসনে ২, কাটলিছড়া ও আলগাপুর আসনে ৫ জন করে মোট 'ডি' ভোটার হচ্ছেন ১২ জন। বিধানসভা ভিত্তিক এইআরও হচ্ছে ৩৬টি। প্রতিটি আসনে রয়েছেন ১২টি করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা নির্বাচন আধিকারিক ঝা জানিয়েছেন, ১ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি। দাবি ও আপত্তি দাখিল করা যাবে ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির তারিখ হচ্ছে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে। তবে ১৮ বছর বা এর ঊর্ধে যারা ভারতীয় নাগরিক তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন পত্রে অনলাইন এনভিএসপি / ভিএইচপি-র মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি কোনও নামের অন্তর্ভুক্তিতে কোনও আপত্তি থাকলে নির্ধারিত আবেদন পত্রে অনলাইন এনভিএসপি-র মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করা যাবে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক রোহন কুমার ঝা।

কেউ মা-কে আম্মা বলে কেউ বলে মাদার: মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি. স.): শহর সেজেছে আলোয়। কারণ আগত আলোর উৎসব অর্থাৎ কালীপুজো। সোমবার শহর জুড়ে বেশ কিছু কালীপুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ""কেউ মা-কে আম্মা বলে, কেউ বলে মাদার কে"" কালীপুজোর উদ্বোধনে এসে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সপ্তাহের শুরু দিন একগুচ্ছ পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন জানবাজারের পর শেক্সপিয়ার সরণিতে কালীপুজো উদ্বোধনে যান তিনি। শেক্সপিয়ার সরণিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ""উৎসব সেখানেই ভালো হয়, যে উৎসবে সবাই সবাইকে গ্রহণ করে। সমস্ত মা—ই একই মা। মন্দিরের মাও এক, ঘরের মাও এক। কেউ মা কে আম্মা বলে। কেউ মা কে মাদার বলে ""।

করোনায় আক্রান্ত হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র

ওয়াশিংটন, ১ নভেম্বর (হি.স.): করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকার স্থানীয় সময় রবিবার জেন সাকির করোনা শনাক্ত হয়। তার হালকা কিছু উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এক বিবৃতিতে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন। জো বাইডেন প্রশাসনে করোনায় আক্রান্ত প্রথম কোনো হাই প্রোফাইল কর্মকর্তা তিনি। যদিও করোনা ভাইরাসের টিকা নিয়েছিলেন ৪২ বছর বয়সী জেন সাকি। জেন সাকি বলেন, দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ থাকতে নিজের করোনা পজিটিভ হওয়ার তথ্য প্রকাশ করেছেন। জেন সাকি এও বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সবশেষ মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এ সময় তাঁরা ৬ ফুট দূরত্বে অবস্থান করেন এবং উভয়ই মাস্ক পরেছিলেন। এর আগে শনিবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন করোনা পরীক্ষা করেছেন। তবে তাঁর ফলাফল নেগেটিভ এসেছে।

দিদি বলল, হ্যাঁ তো হ্যাঁ, না তো না : ট্রেনে ভিড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি. স.) : ট্রেনে বাদুরঝোলা ভিড় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যাত্রীদের অধিকাংশই কোনও বিধিনিষেধ মানছে না। এনিয়ে এবার সরব হলেন প্রাক্তন রেল প্রতিমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, "দিদি বলল, হ্যাঁ তো হ্যাঁ, না তো না"

বহু দিন পর ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চালু হয়েছে রেল পরিষেবা। ট্রেন চালু হওয়ার পরই দেখা গেল অধিকাংশ লোকাল ট্রেনেই সেই পরিচিত ভিড়।অধীরবাবু বলেন, কোনও আলাপ আলোচনা না করেই লোকাল ট্রেন চালু করে দেওয়া হয়েছে। এই ভিড় এড়াতে আরও বেশি ট্রেন চালানো উচিত ছিল। রাজ্য সরকারকে নিশান করে অধীরবাবু আজ বলেন, রেলকে রাজ্য সরকারের বলা উচিত ছিল আমার এই লাইনে এত মানুষ যাতায়াত করেন সেই অনুযায়ী ট্রেন দেওয়া হোক। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ট্রেন সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে রেলের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। এরাজ্যে এমনটা হয় না। দিদি বলল, হ্যাঁ তো হ্যাঁ। না তো না।

প্রথম লকডাউনের কথা উল্লেখ করে অধীরবাবু বলেন, এক সময় বাইরের রাজ্য থেকে মানুষজনকে রাজ্যে ফেরানোর প্রয়োজন ছিল। দিদি জানিয়ে দেন করোন স্পেশাল রাজ্যে ঢুকতে দেব না। এখন যখন পরিস্থিতি বেশ খানিকটা ঢিলেঢালা হয়েছে তখন ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি করা উচিত ছিল রাজ্য সরকারের। কিন্তু রাজ্য সরকার তা করেনি। অধীরের সাফ কথা, দূরত্ববিধি মেনে যাত্রী পরিবহন করতে গেলে কতগুলো ট্রেনের প্রয়োজন হবে তা জানার কথা রাজ্য সরকারের। এনিয়ে রেলের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

কানপুর ও বেঙ্গালুরুর মধ্যে ইন্ডিগো বিমান পরিষেবার সূচনা, বৃদ্ধি পাবে উড়ানের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুর ও কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর মধ্যে সরাসরি ইন্ডিগো বিমানের শুভসূচনা করলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এর ফলে কানপুর থেকে প্রতি সপ্তাহে বিমান চলাচল ২০ থেকে বেড়ে ৪১ হবে। ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, কানপুরকে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে এমন ছ'টি নতুন বিমান শুরু করা হয়েছে। রবিবার ছাড়া প্রতিদিনই উড়বে এই বিমানগুলি।

কানপুর হল ৭১ তম অভ্যন্তরীণ শহর, যা ইন্ডিগো ফ্লাইট দ্বারা যুক্ত। এদিন কানপুর ও বেঙ্গালুরুর মধ্যে ইন্ডিগো বিমানের শুভসূচনা করার পর টুইট করে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়েছেন, কানপুর থেকে বেঙ্গালুরু সরাসরি বিমান চালু হয়েছে। কানপুর যাতে 'প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার' উপাধি পায়, সেই লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা হল কানপুর একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক।

কালীপূজা আয়োজকদের পুরস্কার প্রদান করবে করিমগঞ্জ শহর ব্লক কংগ্রেস

করিমগঞ্জ (অসম), ১ নভেম্বর (হি.স.) : প্রতি বছরের মতো এবারও কালীপুজোয় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা করেছে করিমগঞ্জ শহর ব্লক কংগ্রেস। প্রতিমা, মণ্ডপ সজ্জা, আলোক সজ্জা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা, প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে।

এ উপলক্ষ্যে শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থের পৌরোহিত্যে আজ সোমবার দলের জেলা সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি মহীতোষ পুরকায়স্থ, কাবুল পাল, রাজা দত্ত বণিক, নিতাই রায়, মানবেন্দ্র মালাকার, দিলীপ বণিক, গোপাল রায় প্রমুখ।

প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য একটি অভিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ। পূজার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সাল থেকে শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটি কালীপূজায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করে আসছে বলেও জানিয়েছেন তাপস পুরকায়স্থ।

হিন্দুস্থান সমাচার / জন্মজিৎ / সমীপ

খুদে পড়ুয়াদের জন্য স্কুল খুলল তামিলনাড়ুতে, শিক্ষাঙ্গন উন্মুক্ত কেরলেও

চেন্নাই ও তিরুবনন্তপুরম, ১ নভেম্বর (হি.স.): খুদে পড়ুয়াদের জন্য স্কুল খুলে গেল দক্ষিণ ভারতের দুই রাজ্যে। সোমবার থেকে তামিলনাড়ুতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ুর স্কুলে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর পঠনপাঠন। পাশাপাশি এদিনই কেরলে প্রথম থেকে সপ্তম এবং দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন শুরু হয়েছে।

কোভিড-মহামারীর জন্য তামিলনাড়ুতে দীর্ঘ দিন বন্ধ ছিল স্কুল। ইতিমধ্যেই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন শুরু হয়েছে তামিলনাড়ুর স্কুলে। কিন্তু বন্ধ ছিল প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস। অবশেষে সোমবার থেকে তামিলনাড়ুতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন চেন্নাইয়ের একটি স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বই তুলে দেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, কেরলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ এখনও কমেনি। প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছে কেরলে, মৃত্যুর সংখ্যাও হু হু করে বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কেরলে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে প্রথম থেকে সপ্তম এবং দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন। কোভিড-বিধি মেনেই শুরু হয়েছে ক্লাস। দীর্ঘ দিন পর স্কুলে ফিরে রীতিমতো খুশি খুদে পড়ুয়ারা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে গেল গাড়ি, প্রাক্তন মিস কেরল-সহ মৃত দুই

কোচি, ১ নভেম্বর (হি.স.): মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে কেরলের কোচির কাছে উল্টে গেল একটি গাড়ি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই গাড়িতে ছিলেন প্রাক্তন মিস কেরল ও ওই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। দুর্ঘটনায় দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে। রবিবার গভীর রাত একটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোচির কাছে ভয়টিল্লায়। মৃতদের নাম-তিরুবনন্তপুরমের বাসিন্দা আন্সি কবীর (২৪) এবং ত্রিশূরের বাসিন্দা অঞ্জনা শাজান (২৫)। এই দুর্ঘটনায় আরও দু'জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাত একটা নাগাদ ভয়টিল্লায় উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ওই গাড়িতে চারজন ছিলেন, মৃত্যু হয়েছে দুই যুবতীর। তাঁদের মধ্যেই একজন প্রাক্তন মিস কেরল। গুরুতর আহত হয়েছেন একজন এবং একজনকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি মোটরবাইকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় গাড়িটি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ফেসবুক থেকে সাময়িক নির্বাসিত তসলিমা, টুইটারে জানালেন লেখিকা

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি. স.) : এবার ফেসবুক থেকে নির্বাসিত তসলিমা নাসরিন। সাতদিনের জন্য জনপ্রিয় এই লেখিকার প্রোফাইলকে নিষিদ্ধ বলে দাগিয়ে দিয়েছে বহুল ব্যবহৃত মার্কিন সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক। লেখিকা নিজেই সোমবার সকালে টুইটারে এই খবর জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি টুইটেও এও জানিয়েছেন তাঁর কোন পোস্টে আপত্তি জানিয়ে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

লেখিকার ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে, শেষ পোস্ট করেছিলেন ১৮ ও ১৯ অক্টোবর। বিষয় বাংলাদেশের অশান্তি। যদিও বাংলাদেশে মন্ডপ ও মন্দিরে হামলার পর থেকে তিনি টুইটে প্রবল সরব ছিলেন। টুইট করে সাতদিনের জন্য ফেসবুক থেকে নির্বাসিত হওয়ার খবরটি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "সত্যি" কথা বলায় সাতদিনের জন্য আমাকে নিষিদ্ধ করেছে ফেসবুক।

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশে হিংসা নিয়ে নিজের মতামত জানিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন। সেই পোস্টের কারণেই সংস্থা তাঁকে নিষিদ্ধ করেছে।

মহারাষ্ট্রের থানে-তে ভেঙে পড়ল বাড়ি, মৃত্যু একজনের

থানে, ১ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি। বাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তুপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। মৃতের নাম সপ্না বিনোদ পাটিল। থানে জেলার শিলফাটার ভেতাল পাড়ার কাছে দেসাই গ্রামে। মৃতদেহ উদ্ধার করে দাইঘর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

থানে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার শিলফাটার ভেতাল পাড়ার কাছে দেসাই গ্রামে ভেঙে পড়ে একটি বাড়ি। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালায় আরডিএমসি, টিডিআরএফ, পুলিশ ও দমকল। ভগ্নস্তুপের নীচ থেকে একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কী কারণে বাড়িটি ভেঙে পড়ল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ইডি-র দফতরে হাজিরা অনিল দেশমুখের, বললেন সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে

মুম্বই, ১ নভেম্বর (হি.স.): বেশ কয়েকবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ার পর অবশেষে সোমবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। সোমবার তোলাবাজি ও অর্থ পাচার মামলায় মুম্বইয়ে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন অনিল দেশমুখ। ইডি সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট মামলায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। রেকর্ড করা হয়েছে তাঁর বয়ান। এদিন ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার প্রাক্কালে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অনিল দেশমুখ। তিনি দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। অনিল দেশমুখের কথায়, 'আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনেছেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং। আজ তিনি কোথায়? মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি দেশ ছেড়েছেন।'

রাজ্যকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, বাজারে যেন বিক্রি না হয় নিষিদ্ধ বাজি', প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি. স.) : বাজি নিয়ে হাইকোর্টের রায় খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। পরিবেশবান্ধব বাজি ফাটানোয় সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি। 'রাজ্যের বাইরে থেকে নিষিদ্ধ বাজি যেন না আসে। 'বাজারে যেন বিক্রি না হয় নিষিদ্ধ বাজি', রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

এ ব্যাপারে নেটিজেনরা দ্বিধাবিভক্ত। আশিস সাহা লিখেছেন, "বাজে সিদ্ধান্ত। বাজি নিষিদ্ধ হোক।" আবির সাহা লিখেছেন, "বাজি শিল্পে কাজ করার লোকদের রুটি, রোজকারের কোনো ব্যাবস্থা করে এরপর বড়ো বড়ো বাতেলা মারুন।" শুভাশিস দাস লিখেছেন, ''যাদের দুনম্বরি ইনকাম করা টাকা আছে, তারাই বাজি পোড়াবে। বাজারে সব জিনিসের দাম আগুন, রান্নার গ্যাসের দাম প্রায় হাজার টাকা এ রকম বাজারে সোজা পথে রোজগার করা মানুষ বাজি কিনে পোড়াতে পারবেন না জানা কথা।"

তিতলি ধর লিখেছেন, "পরিবেশ বান্ধব বাজি হয় নাকি! যদি হয় কি তার নাম? কোথায় পাওয়া যায়? বাজিকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হোক। মারাত্মক ধোঁয়া আর শব্দ কোনো দিক থেকেই বাজি নিরাপদ নয়।" বিশ্বজিৎ দাস লিখেছেন, "সারা বছর ধূমপান করে যে পরিমাণ দূষণ হয় সেখানে ২ দিন বাজি পোড়ানো নগণ্য। খালি পুজো এলেই করোনা, গঙ্গা দূষণ, পরিবেশ দূষণ এই সব মনে পরে কিছু বিজ্ঞজনের। যেসব পরিবেশবিদ জ্ঞান দেয় তাদেরই ৫০ চেন স্মোকার হয়।"

প্রদীপ চক্রবর্তী লিখেছেন, "পরিবেশ নিয়ে যত চিন্তা এই কালীপুজোর সময় এলেই আবির্ভূত হয়। সৌরভ দাস লিখেছেন, "এভাবে চললে তো পরিবেশবিদরা না খেতে পেয়ে মরবে! সারা বছর ঘুমিয়ে থাকেন, কালীপুজো এবং ছটপুজোর সময় তাদের শরীরে অক্সিজেনের অভাব দেখা যায়!" সৌভিক মিত্র লিখেছেন, "কিছু মানুষ তো ধর্মের দোহাই দিয়ে সতীদাহকেও বন্ধ করার তুমুল বিরোধিতা করেছিলো, বাজী জিনিসটাই বিষাক্ত ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু তৈরি করে না।" অরিজিৎ সেনগুপ্ত লিখেছেন, "সুপ্রীম কোর্ট আর হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের দোলাচলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না কোনটা পরিবেশ বান্ধব বাজি আর কোনটা পরিবেশ বান্ধব বাজি নয়। এই সুযোগে প্রশাসনের জরিমানা বাবদ বেশ কিছু উপার্জন হয়ে যাবে।" খোকন মাহাতা লিখেছেন, ''শুধু দীপাবলি আসলেই এদের জ্বলন হয়। অন্য সময় সারা বছর এত বাজি ফোটে তাতে কারো কোনো নজর নেই। এতই পরিবেশের চিন্তা তো গাছপালা কেটে বড় বড় ফ্ল্যাট ইমারত কেন বানাচ্ছিস, এখন তো পাহাড়ের গাছ কাটছে সেখানেও রিসর্ট হচ্ছে। সেসময় কেস করার দম থাকে না।" দিবাকর দেবনাথ লিখেছেন, "রোশনি আলির বাড়ির সামনে এবার গিয়ে বাজি ফাটানো হবে।"

শুধু ভাষণবাজিতে বিশ্বাসী, বঙ্গ বিজেপি সাইনবোর্ড হয়ে যাবে, হুঁশিয়ারি রাজীব ব্যানার্জীর

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি. স.) : এঁরা শুধু ভাষণবাজিতে বিশ্বাসী। আগামী দিনে বঙ্গ বিজেপি সাইনবোর্ড হয়ে যাবে, আগরতলা থেকে কলকাতায় ফিরে সোমবার হুঁশিয়ারি দিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

দলত্যাগের ৯ মাস পর গতকাল তৃণমূলে ফিরেছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আগরতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘর ওয়াপসি রাজীব ব্যানার্জীর। আর সোমবার কলকাতায় ফিরে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "ধর্মীয় মেরুকরণ, বিভাজনের রাজনীতির প্রতিবাদ করেছিলাম বিজেপিতে থাকাকালীন। রাজ্য বিজেপির এক নেতার সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক নেই। কীভাবে কাজ করব?" বিজেপি নেতাদের একাধিকবার বলেছিলাম পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম যে জায়গায় পৌঁছেছে তা কমানো না হলে বাংলার ভোটে প্রভাব পড়বে। বারবার বলে হয়েছিল এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। কিন্তু তার সমাধান ভোট পর্যন্ত হয়নি। ধর্মীয় মেরুকরণ, বিভাজন, বিভেদের রাজনীতির প্রতিবাদ করেছিলাম। ধমক দিয়ে বলা হয়েছিল এটাই আসল লাইন। এটা মেনে চললেই বিজেপি ক্ষমতায় আসবে।

রাজীব ব্যানার্জীর অভিযোগ, বঙ্গ বিজেপির কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই। কেউ কারোর খোঁজ রাখে না। এটা সংগঠন করতে না ভাষণ দিতে জানে। শুধু মানুষকে আঘাত করতে জানে। মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, মানুষের কথা বলতে হবে এমন কোনও কাজ খুঁজে পাইনি। সংগঠনে স জানে না। সং-টা আছে গঠন নেই।" গতকাল তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজীববাবু বলেন "আমি লজ্জিত, স্বীকার করছি ভুল করেছিলাম। জেদের বশে, রাগের বশে ভুল করেছিলাম। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, বাংলার উন্নয়ন শুধু বিজেপি করতে পারে। আর যেন কেউ বিজেপির কথায় প্রভাবিত না হয়।"" আর রাজীব ব্যানার্জীর বিজেপি ত্যাগের পরই তাঁকে আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ বলেন, 'নো এন্ট্রি গেট সরিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। কিছু দালাল ভোটের আগে ঢুকে গিয়েছিল। কিছু থেকে গিয়েছে, কিছু চলে যাচ্ছে।'''' এর পাল্টা রাজীববাবু বলেন, 'ওঁর কথাতেই সব থেকে বেশি ড্যামেজ হয়েছে। এই বঙ্গ বিজেপির বর্তমান এবং আগের কয়েকজন নেতা তাঁরা যে ভাষায় কথায় বলেছেন তাতে মানুষ ভালভাবে নেয়নি।"

দীপাবলি উপলক্ষ্যে অরিন্দম রায় চৌধুরী রিলিজ করেছেন ভক্তিমূলক অ্যালবাম। ছবি ঃ নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

আলট্রাসনোগ্রাম করলে কি গর্ভের শিশুর কোনো ক্ষতি হয়?

সেতা প্রথমবারের মতো মা হচ্ছেন তার এই সময়টা নিয়ে আগ্রহ আর জিজ্ঞাসার শেষ নেই। সেতার মতো অনেকেই প্রশ্ন করেন, গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে কি গর্ভের শিশুর কোনো ক্ষতি হয়, কতবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করা নিরাপদ? উত্তরে ইবনে সিনা হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ জেসমিন আক্তার বলেন, প্রথমেই জেনে রাখা ভালো, আল্ট্রাসনোগ্রাম গর্ভের শিসুর কোনো ধরনের ক্ষতি করে না। অনেকেই মনে করেন, আল্ট্রাসনোগ্রাম থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি শিশুর ক্ষতি করে। কিন্তু আসলে এটা এক্সরে নয়। আল্ট্রাসনোগ্রাম হচ্ছে অতি উচ্চ কম্পন সম্পন্ন শব্দ তরঙ্গ, যা সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাইরে। তিনি বলেন, একজন মহিলা সঠিকভাবে গগর্ভাবস্থায় প্রতিটি ধাপ পার করছেন কিনা, গর্ভের শিশু সুস্থ আছে কিনা, এসব কিছুই জানান সম্ভব আল্ট্রাসনোগ্রাম করার মাধ্যম। এক্ষেত্রে যদি গর্বের শিশু বা মায়ের কোনো বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তাও বোঝা সম্ভব আর সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেয়া যায়।

কতবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করা হয় যায় জানতে চাইলে জেসমিন আক্তার বলেন, যেহেতু এর ক্ষতিকারক দিক নেই তাই যতবার ইচ্ছা ততবারই করা যায়। এটা নিয়ে চিন্তারকিছু নেই। তবে এই পরীক্ষা কিছুটা ব্যয়ববহুল অনেকের জন্য। এছাড়া মা এবং শিশুর স ব সিমটম যদি স্বাভাবিক থাকে তবে দুই থেকে তিনবারের বেশি আল্ট্রাসনোগ্রাম করার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে গর্ভের সময়কাল ও প্রসবের সঠিক সময় বের করার জন্য সন্তান ধারণের ৭-৮ সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করার হয়। ১৬ থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার করা হয়। এ সময় আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে বাচ্চার জন্মগত কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা জানা যায়। গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে এটাও জানা যায়। বাচ্চার ওজন বাড়ছে কিনা জানতে তৃতীয়বার ৩০-৩৮ সপ্তাহ আলট্রাসনোগ্রাম করার পরামর্শ দেয়া হয়। জন্মের সময় বাচ্চার পজিশনসহ অন্য বিষয়গুলো সব ঠিকভাবে অছে কিনা জানা যায়। হাসপাতালে ভেদে আলট্রাসনোগ্রাম করতে সাদা কালো ৫০০ থেকে ১০০০ এবং কালার করতে ১০০০ থেকে ২৫০০ টাকা খরচ হয়। গর্ভাবস্থায় একজন মহিলার সব স ময় পরিবার, কর্মক্ষেত্র সহ সবার সব ধরনের সহযোগিতা, পাশে থাকা, ভালাবাসা ও যত্ন নেয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি মহিলার জীবনে পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। আতঙ্কিত না হয়েগর্ভাবস্থায় পুরো সময়টাউপভোগ করুন। অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন।

স্বাস্থ্য রক্ষায় উচ্চ ক্যালিরযুক্ত চারটি পানীয় যা অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত

প্রতিদিনই ড্রিংকস খাওয়া দেহের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এই গরমে ক্ষতিকর উপাদানটি প্রায়ই খাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত ড্রিংকসগুলোতে ক্যালরির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যেগুলোতে আমদের শরীরের স্থূলতা বাড়াতে সহায়তা করে থাকে। আসুন জেনে নিই এমন চারটি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত ড্রিংকসগুলো এর কথা যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ফ্রুট স্মুথি— ফলের জুসে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পুষ্টিকর উপাদান আছে কিন্তু ফ্রুট স্মুথিতে থাকে। এতে মোটামুটিভাবে ৪৫০ গ্রাম ক্যালরি, ২৪ গগ্রাম ফ্যাট থাকে যা শরীরের জন্য আসলেই ক্ষতিকর। তাই যতটা সম্ভব এই ফ্রু ট স্মু থি ড্রিংকস থেকে দুরে থাকুন শরীর সুস্থ রাখুন। স্পেশাল কফি ড্রিংকস --- সকাল সকাল কফি খেলে এর ক্যাফেইন শরীরে ক্যালরি উৎপাদন করতে থাকে। এচাড়া স্টেুবেন্টুগুলোতে করা স্পেশাল কফি ড্রিংকসগুলোতে ৫০০-৬০০ গ্রাম ক্যালরি এবং ২০-২৫ গ্রাম ফ্যাট থাকে যেগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই এই ড্রিংকসটি খাওয়া থেকেও বিরত থাকুন। ককটেল ড্রিংকস--- সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা এই ককটেল ড্রিংকসটি খেয়ে থাকে। এই পানীয়টিতে কয়েকটি ড্রিংকস একই সাথে মেশানো তাকে। এতে ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এতে ৭০০ গ্রামের মত ক্যালরি থাকে। শরীর সুস্থ রাখতে এই ক কটেল ড্রিংকস খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত। এনার্জি ড্রিংকস— বাজারে পাওয়া বিভিন ধরনের এনার্জি ড্রিংকসগুলোতে শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। কেননা এগুলোতে ২৮০ পরিমাণ ক্যালরি, ৬২ গ্রাম ফ্যাট এবং প্রচুর পরিমামে সোডা থাকে এই এনার্জি ড্রিংকসগুলো খাওয়া থেকেও বিরত থাকা ুচিত কেননা এগুলো খেলে লিভার আক্রান্ত থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যাও হতে পারে।

ক্যান্সার রোধ গ্রিন টিন

গ্রিন টি সবুজ চায়ের উপকারিতা অনেক। পানীয়টি মানুষের মুখের ক্যান্সার ঠেকাতে ভূমিকা রাখে। ক্যান্সারের জন্য দায়ী কোষ জন্মাতে দেয় গ্রিন টি। পাশাপাশি উপকারি কোষকে উজ্জীবিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক প্রতিবেদনে জানান এ তথ্য। ক্যান্সার প্রতিরোধে এর আগেও একাধিক প্রতিবেদনে জানা গেছে গ্রিন টির গুণের বিষয়ে। মুখ গহ্বরের ক্যান্সার রোধে বিশেষ ধরনের এ চায়ের গুণ নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশ হয়। ক্যান্সার প্রতিরোধে গ্রিন টি কার্যকারিতার তথ্য প্রথম জানা যায় ২০০২ সালের এক প্রতিবেদনে। তবে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় আরো সুস্পষ্ট তথ্য উঠে এসেছে। গবেষকরা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য, গবেষণাগারে ক্যান্সারে আক্রান্ত মুখের কোষ ও সুস্থ কোষ জমা করেন। এর পরএগুলোকে ইজিসিজি নামে এক শ্রেণীর যৌগের সংস্পর্শে আনেন। যৌগটি গ্রিন টিতেও বিদ্যমান। গবেষণা প্রতিবেদনের প্রবন্ধকার জশুয়া জানান, যৌগটি স্বাভাবিক কোষকেও সতেজ করে। অবশ্য এখনই নিশ্চিত করে বলা যায় না, ক্যান্সার প্রতিরোদে কাজে আসবে গ্রিন টি । কেননা খুব বেশি রোগীর তথ্য নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়নি। তবে গ্রিন টির যৌগটি কাজে আসবে বলে আশাবাদী হওয়া যায়। তিনি বলেন, যদি ভবিষ্যতে যৌগটি মানবদেহে প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়, তবে মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আক্রান্ত হন ৪৩ হাজারের বেশি। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা এখনো কেমোথেরাপি, সার্জারি ও রেডিয়েশনের মধ্যে সীমিত। কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মাথার চুল পড়ে যাওয়া সহ অন্য জটিলতায় পড়েন রোগী। কিন্তু গ্রিন টি পান করলে অন্তত তেমন জটিলতায় ভুগতে হয় না রোগীদের। প্রসঙ্গত, বিশেষ প্রজাতির চা গাছের পাতা প্রক্রিয়াজাত করে গ্রিন টি প্রস্তুত করা হয়।

সফল ও সুস্থ যৌন জীবনের জন্য যে ব্যাপারগুলো জেনে রাখা খুব জরুরি

আমাদের সমাজে আমরা যৌনতা নিয়ে কথা বলি না, উপযুক্ত যৌন শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারেও আমরা আগ্রহী নই। পলে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়, সেটি নিয়ে বেশিরভাগ জিনিসই রয়ে যায় আমাদের ধারণার বাইরে। অনেকেই এই তীব্র কৌতূহল মেটাবার জন্য আশ্রয় নিয়ে থাকেন পর্ণগ্রাফি বা চটি লেখার। ফলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা তাদের বেড়ে যায় আরো অনেক বেশি। যৌনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা একজন ম ানুষের স্বাভাবিক যৌন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলে। বিষয়টি মোটেও অবহেলা করার মতন কিছু নয়, কেননা যৌন জীবন বিপর্যস্ত হলে দাম্পত্য সম্পর্কেও তৈরি হ তে পরে নানান সমস্যা। তাই সুন্দর দাম্পত্যের সুস্থ জীবনটাও অত্যাবশক। জেনে নিন এমন দশটি বিষয়, যেগুলো সুস্থ, ুসন্দর ও সফল যৌন জীবনের জন্য মনে রাখা জরুরি। যৌনতা কেবল শরীরি প্রেম নয়। সুন্দর ও আনন্দময় যৌন সম্পর্কের জন্য মনসিক ভ ালোবাসার বন্ধন অটুট হওয়া বাঞ্চনীয়। এবং কেবল সেভাবেই সফল হতে পাত্রে আপনার যৌন জীবন। মনে রাখবেনত, সৌন্দর্য দেহে নয় সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টিতে। একেকটা মানুষের শরীরে একে রকম। প্রত্যেকেই তার নিজের মত করে সুন্দর। প্রিয়জনের মাঝে তার সে বিশেষ সৌন্দর্যকে দেখার চেষ্টা করুন। আপনার নিজের শরীরে যেমন নানা ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তার শরীরেও আছে। এই ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করুন।

যৌনতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সঠিক ধারণা থাকা একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে নানান রকম বৈজ্ঞানিক বইপত্র ও প্রবন্ধের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে শিক্ষিত হোন, সঙ্গীকেও করে তুলুন। বন্ধুদের সাথে যৌন জীবনে নিয়ে আলাপ আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু কখনো তাদের সাথে নিজের ‍ৃড্রেযৌন জীবনকে তুলনা করবেন না। কিংবা তাদের সঙ্গীর সাথে নিজের সঙ্গীকেও নয়। সফল যৌন জীবনের সাথে শারীরিক ভাবে সুস্থ ও ফিট থাকার একটা সম্পর্ক আছে। চেষ্টা করুন নিজেকে নীরোগ ও ঝরঝরে রাখতে। একটা কথা মনে প্রাণে গেঁথে নিন যে পর্ণগ্রাফি বা ব্লু ফিল্মে যা দেখানো হয় তার পুরোটাই অভিনয়। এসবে বাস্তবতার পরিমাণ খুবই অল্প। এত অল্প যে এগুলো নিজের বাস্তব জীবনে চেষ্টা ক রা অনেক ক্ষেত্রেই অসুস্থতায় পর্যায়ে বড় এবং সঙ্গীও বিমুখ হয়ে পড়তে পারেন আপনার প্রতি। তাই পর্ণগ্রাফির ছায়া থেকে মুকরাখুন নিজের যৌন জীবনকে।

প্রতিটি মানুষের যৌন চাহিদা বা যৌন ইচ্ছা কোনোক্রমেই একরকম হবে না। মহিলা ওপুরুষের কাছে ও যৌনতার অর্থ ভিন্ন র কম, চাহিদাও আলাদা আলাদা। তাই নিজের সঙ্গীকে বুঝতে চেষ্টা করুন। তার চাহিদা বুঝুন, তাকে নিজের চাহিদা বুঝেন ।দুজনে সমঝোতার মাধ্যমে গড়ে তুলুন সুন্দর যৌন জীবন পেতে অবশ্যই এক সময়ে একজন সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। একাধিক সঙ্গী আপনাকে মূলত কারো সাথেই সুখী হতে দেবে না। শারীরিক সুখ হয়ত আসবে, মানসিক প্রশান্তি নয়। মিষ্টি স্পর্শ, ছোট্ট আদর, প্রশংসা মূলক কথা, পরস্পরের নিঃশ্বাসের একান্তে থাকা ইত্যাদি যৌনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আর এগুলোর বহিঃ প্রকাশের ওপরেই নির্ভর করে সফল যৌন জীবন। কেবল নিজের তৃপ্তি নয়, স ঙ্গী মানসিক ও শারীরিকভাবে তৃপ্ত হচ্ছেন কিনা সেটাও অতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখুন।

যে খাবারগুলো বাড়িয়ে দেবে আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা

আমরা অনেকেই অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে। কত রকমের ক্রিম, ফেসপ্যাক, ফেসিয়াল ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যত যাই ব্যবহার করি না কেন ত্বকে তা হয়ত অল্প কিছু সময়ের জন্য উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে তারপর বিরক্ত হয়ে যখন আপনি আবার সব রূপচর্চা করা বন্ধ করে দিবেন তখন ত্বক আবার আগের মতই হয়ে যাবে। তাই দেহ ও ত্বক সুন্দর এবং ভালো রাখতে অবশ্যই আমাদের নিজের লাইফস্টাইল ও খাওয়া দাওয়াতে পরিবর্তন আনতে হবে। বিভিন্ন কেমিক্যাল যুক্ত দ্রব্য ত্বকে ব্যবহার না করে বরং স্বাস্থ্য কর কিছু খাবার নিয়ম করে খেলে দেহ ও ত্বক উভয়ই ভালো থাকবে. তাই জেনে রাখুন এমন কিছু পরিচিত খাবার সম্পপর্কে যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

গাজর — গাজরে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যারোটিনএবং গাজরল সবজির মধ্যে সেরা সবজি যার স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক বেশি ও এটি আমাদেরত্বক ও চুলের জন্য খুবই ভালো। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে গাজর কিংবা গাজরের জুস খাদ্য তালিকায় রাখুন।

পেঁপে — দারুণ মজার সুস্বাদু ফল পেঁপে খেতেকে না ভালোবাসে। পেঁপেতে আছে ভিটামিন সি, এ, ই এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা আমাদের ত্বক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ও ত্বককে ব্রণ ও ব্লেমিসেসথেকে রক্ষা করে। পেঁপে আপনি খেতেও পারেন অথবা পেস্ট করে ত্বকে লাগাতে পারেন।

টম্যাটো — লাল রঙের তাজাএই জুসি সবজিটিতে আছে লাইকোফেন। ত্বকের জন্য টম্যাটো খুবই ভালো, তাছাড়া টম্যাটো দেহের ওজন কমায় এববং ক্যন্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। সবুজ পাতার শাকসবজি --- সবুজ শাকসবজিতে আছে প্রচুর ভিটামিন যা শুধু ত্বকের জন্যই নয় পুরো দেহের জন্য অনেক ভালো। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখুন সবজি। স্ট্রবেরি — স্ট্রবেরিতে আছে ভিটামিন সি যা ত্বককে সুরক্ষাদান করে ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

গ্রিন টি--- গ্রিন টি হল একটি হারবাল পানীয় যা ত্বকের জন্য অনেক বালো। এটি ত্বকের পোড়া দাগ দূর করে, ত্বক নরম রাখে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, ত্বকের গভীর কাল দাগ দূর করে ও ব্লেমিসেস দূর করে। ব্রকলি --- ব্রকলির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন এ ও সি প্রাকৃতিক ভাবেই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। মাছ — মাছের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ওমেগা৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও বিভিন্ন ভিটামিন ত্বকের জন্য খুবই ভালো। তাই উজ্জ্বল ত্বক পেতে বেশি করে মাছ খাওয়া উচিত।

স্তনে ব্যথা কিংবা চাকার অনুভূতি ঃ সাবধান হউন

স্তনে ব্যথা কিংবা শক্ত কোনো পিন্ড অনুভব করার সমস্যাটির মুখোমুখি যে কোন মেয়েই জীবনের কোনো না কোনো সময় হয়েছে। সদ্য কৈশোর পার করা মেয়েটি তার স্তনের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন দেখে রীতিমত অবাক হয়, সে সাথে স্তনে চাকা বা ব্যথার অনুভূতি তাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার হবার শঙ্কায় শঙ্কিতকরে তুলে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ব্যথার বিষয়টি ডাক্তাররা বেশইতিবাচকভাবেই দেখেন, কারণ স্তনের কোন পিন্ড যদি প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যথা করে তার মানে সেটি ক্যান্সার বা টিউমার রূপ নেবার সম্ভাবনা খুব কম। স্তন ক্যান্সারের শুরুর দিকে একেবারেই ব্যথাহীন থাকে। তাছাড়াও যাদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম। তাদেরও ক্যান্সার হবার ঝুঁকি কম থাকে। যেহেতু আমাদের দেশে মহিলারা তাদের স্তনে কোনো সমস্যা হলে সেটি প্রকাশ করতে লজ্জা পান, তাই ঠিক কখন বা কি ধরনের সমস্যায় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সেই ব্যাপারটি জানা থাকা। অত্যন্ত জরুরি। ফলে কাজটি যেমন সহজ হয়ে যায়, তেমনি াপনার কারণ ভয় আর ঝুঁকির হারও কমে যায়। স্তনে অস্বাভাবিক তা দেখারআগে চলুন জেনে নেয়াক আপনার স্তনের স্বাভাবিক অবস্থা বা ঝুঁকিহীন সমস্যাগুলো কি কী হতে পারে— প্রথম বয়ঃসন্ধিকালের পর থেকেই মেয়েদের স্তন একটি ছোট ও অপরটি বড় থাকতে পারে ।আকারের খুব বেশি অসামঞ্জস্য বা দৃষ্টিকটু পার্থক্য না থাকলে এ নিয়ে ভাবিত হবার কিছু নেই। তবে লক্ষ্য করুন দুই স্তনের একই জায়গাগুলোতে ঘনত্ব সমান কি না । হাত দিয়ে অনুভব করলে দেখবেন আপনার স্তনের উপরের ও বাইরের দিকের অংশ একটু শক্ত ও দড়ি পাকানো বলে মনে হয়, কারণ এই এলাকা থেকে স্তনগ্রন্থির শুরু। এর থেকে যত নিচের দিকে নামতে থাকবেন চর্বির কারণে তত নরম অনুভূত হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে মাসিকের ঠিক আগে আগে বা মাসিকের সময় স্তনে ব্যথা বা পিন্ড অনুভূত হওয়াটা স্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখুন ব্যথা বা পিন্ডটি সে মাসের মাসিকের পর বা পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত থাকে কি না। যদি না থাকে তবে সেটা নিয়েও চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। তাহলে কখন যাবেন ডাক্তারের কাছে? প্রথমেই দেখবেন স্তনে অনুভূত হওয়া চাকাটি কি একেবারেই নতুন কী না, এর আগের কোনো মাসিকের সময় এর অস্তিত্ব টের পাননি এমন হয়েছিল কি না। নতুন অনুভূত অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পি ন্ডটি যদি পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত থেকে যায় বা তুলনামূলকবাবে বড় হয় তবে অবস্যই ডাক্তারের কাছে যান। স্তনের শক্ত পিন্ডটির বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করুন যদি কয়েকদিনের মধ্যে খুব দ্রুত বড় হতে থাকে এবং ব্যথা না থাকে তাহলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার দরকার। যদি দেখেন পিন্ডটি নড়ছে অর্থাৎ অনুভব করার সময় হাত থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে এবং তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বেশ দূরে চলে যাচ্ছে, তবে সেটা আপনার স্তনগ্রন্থির পরিবর্ত নির্দেশ করে, এমন পরিবর্তনে অনেক ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। স্তনের ত্বকে কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে, যেমন ত্বক বেশি লাল হয়ে গেলে, কোচকানো বা বলিরেখার মত দাগ দৃষ্টি হলে, ত্বকে টোল খেয়ে গেলে কিংবা পাউরুটির শক্ত অংশের মত শক্ত হলে দেরি না করেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। স্তনের বোটার বেশ কিচু পরিবর্তনেও সচেতন হতে হবে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়--- স্তনের বোটা স্বাভাবিক চেয়ে বেশি ভেতরে ডুকে গেলে কিংবা বোটা থেকে কোন ক্ষরণ নিঃসৃত হতে পারে। স্তন থেকে ক্ষরিত রস জলের মতো বা হলুদ, বাদামি লালচে বিভিন্ন রঙেরও হতে পারে। এছাড়াও স্তনে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণে হঠাৎ করে প্রচন্ড ব্যথা ও পুঁজ হতে পারে, এই সময়ে ডাক্তারের ছুরির নিচে গিয়ে পুঁজের বিনাশ ঘটানোটা হবে বুদ্ধিদীপ্তি সিদ্ধান্ত।

অক্টোবর-র জিএসটি আদায় ১৩০ লক্ষ কোটির বেশি , চলতি আর্থিক বছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স) : অক্টোবর মাসে জিএসটি সংগ্রহের ক্ষেত্রে চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়েছে দেশ। সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে মোট পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) রাজস্ব সংগ্রহ ১৩০ লক্ষ কোটিরও বেশি। সেই সঙ্গে অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি আর্থিক বছরে (এপ্রিল থেকে) এটি এখন পর্যন্ত সংগৃহীত দ্বিতীয়-সর্বোচ্চ জিএসটি আদায়।

অর্থমন্ত্রক একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ''২০২১ সালের অক্টোবর মাসে সংগৃহীত মোট জিএসটি রাজস্ব হল ১৩০,১২৭ কোটি টাকা। যার মধ্যে সিজিএসটি হল ২৩,৮৬১ কোটি টাকা, এসিজএসটি ৩০,৪২১ কোটি টাকা এবং আইজিএসটি হল ৬৭,৩৬১ কোটি টাকা, পাশপাশি সেস আদায় হয়েছে ৮,৪৮৪ কোটি টাকা। সরকার নিয়মিত বন্দোবস্ত হিসাবে আইজিএসটি থেকে ২৭,৩১০ কোটি টাকা সিজিএসটিত এবং ২২,৩৯৪ কোটি টাকা এসজিএসটিতে সেটেলমেন্ট করেছে। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে রেগুলার সেটেলমেন্টের পর পরে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মোট রাজস্বের সিজিএসটির জন্য ৫১,১৭১ কোটি টাকা এবং এসজিএসটির জন্য ৫২,৮১৫ কোটি টাকা সেটেলমেন্ট করেছে।

এদিকে অর্থমন্ত্রকের সোমবার বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অক্টোবর ২০২১-এর জিএসটি রাজস্ব গত বছরের অনুরূপ চিত্রের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি এবং ২০১৯-২০২০-র তুলনায় ৩৬ শতাংশ বেশি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''এই মাসে (অক্টোবর ২০২১), পণ্য আমদানি থেকে আয় হয়েছে ৩৯ শতাংশ বেশি এবং অভ্যন্তরীণ লেনদেন থেকে (যা গত বছরের একই মাসে এই উতগুলি থেকে আয়ের তুলনায়) ১৯ শতাংশ বেশি জিএসটি রাজস্ব আদায় হয়েছে।''

শিলচর-সৌরাষ্ট্র করিডোরের নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত সড়ক নির্মাণকাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলতি মাসেই

হাফলং (অসম), ১ নভেম্বর (হি.স.) : শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলতি মাসেই সম্পূর্ণ করা হবে। ইতিমধ্যে নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৪৯ কিলোমিটার চার লেন সড়ক নির্মাণের জন্য ১,৮২৩ কেটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তৈরি হয়েছে নতুন ডিপিআর। নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত এই চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ এবার জাপানিজ পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে। কারণ শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের ৪৯ কিলোমিটার অংশে ভূতাত্ত্বিক সমস্যার দরুন এই সড়ক নির্মাণ করতে বার বার হুচট খেতে হয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তথা নাহাইকে। বিশেষ করে নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা ও জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে ভূতাত্বিক সমস্যার দরুন দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ধরে সড়ক নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নির্মাণ সংস্থাগুলিকে। কারন এই ৪৯ কিলোমিটার অংশে মাটির গুণগত মান অতি দুর্বল। যার দরুন পাহাড় কেটে সড়ক নির্মাণ করার পর নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা অংশে পাহাড় ধসে রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙে বহু স্থানে পাহাড় নেমে আসায় রাস্তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। যার ফলে এবার জাপানিজ কোম্পানি দিয়ে ওই অংশের ভূতাত্বিক জরিপ নতুন ভাবে ডিপিআর তৈরি করা হয়। এবার সম্পূর্ণ নতুন টেকনোলজিক্যাল পদ্ধতিতে এই সড়ক নির্মাণ করা হবে। এবং চলতি মাসেই এই ৪৯ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের জন্য নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে।

শীঘ্রই এই চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হবে এবং ২০২২ সালের মার্চের মধ্যেই এই চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক কার্যালয়ের রিজিওন্যাল অফিসার আলোক কুমার। তবে এবার যে বিদেশি পদ্ধতিতে এই সড়ক নির্মাণ করা হবে এতে নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা অংশের এন লেইকুলের পাশে এস কার্ভে এলিভেটর পথ নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে অ্যালাইনম্যান্ট বদল করে চার কিলোমিটার এলিভেটর চার লেন সড়ক নির্মাণ করা হবে।

উল্লেখ্য, শিলচর থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত এই ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর বরাক উপত্যকা তথা অসমের পার্শ্ববর্তী মণিপুর মিজোরাম ত্রিপুরা ও ডিমা হাসাও জেলার মানুষের কাছে লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত। ১৯৯৮ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের এই মহাসড়ক নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হলেও ডিমা হাসাও জেলার অংশে গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে এই চারলেন সড়ক নির্মাণে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, উঠেছে বিস্তর অভিযোগ।

জাতীয় কমিশনে দলিত হওয়ার প্রমাণপত্র জমা দিলেন ওয়াংখেড়ে

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স) : সোমবার তফশিলি জাতীয় কমিশনে (এনসিএসসি) দলিত সম্প্রদায়ের নিজের প্রমাণপত্র জমা দিলেন সমীর ওয়াংখেড়ে। নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর আধিকারিকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেছেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক। তবে এর মধ্যে সবথেকে গুরুতর পরিচয় লুকোনোর।

মালিকের অভিযোগ, ওয়াংখেড়ে আসলে মুসলিম। সংরক্ষণ কোটায় ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসে চাকরি পেতে নথিপত্র জাল করেছেন তিনি। মালিক টুইটারে একটি বার্থ সার্টিফিকেটের কপি পোস্ট করেন। তাতে সমীরের পিতার নাম দাউদ কে ওয়াংখেড়ে। কিন্তু এনসিবির কাছে যে নাম আছে তা অন্য।

এনসিএসসি-র সদস্য সুভাষ রামনাথ পারধি জানিয়েছেন, এনসিবি আধিকারিকের নথিপত্র যাচাই করা হবে। এনসিএসসি-র ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার জানিয়েছেন, এ নিয়ে তিনি ওয়াংখেড়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে, ওয়াংখেড়ে দলিত সম্প্রদায়েরই। হালদার বলেন, ''উনি ধর্মান্তকরণের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।''

তবে, অরুণ হালদারের দেওয়া ''ক্লিন চিট'' আদৌ পাত্তা দিতে চাইছেন না মন্ত্রী নবাব মালিক। তিনি জানিয়েছেন, এর বিরুদ্ধে তিনি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের দ্বারস্থ হবেন। এনসিএসসি-র সঙ্গে একযোগে এক অভিযোগ দায়ের করেছেন ওয়াংখেড়ে, যাতে এই সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা দূর হয়। এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা হিন্দু কিন্তু মা মুসলিম

বাংলাদেশে হিন্দু-নির্যাতন, বিধানসভা চত্বরে বিজেপি-র প্রতিবাদ-মিছিল

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি. স.) : এবারের দুর্গাপুজোয় বাংলাদেশে যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে তার জেরে ৯ জন বাঙালি খুন হয়েছেন বলে সোমবার অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশের হিংসার প্রতিবাদে এদিন বিধানসভা চত্বরে মোমবাতি মিছিলও করেন গেরুয়া শিবিরের বিধায়করা।

এদিন মিছিল শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ''এদিন আমরা বিধানসভার অধ্যক্ষকে শোকপ্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। সেখানে বলেছিলাম, আমরা বাঙালি। আমাদের সবথেকে বড় অনুষ্ঠান হল দুর্গাৎসব। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ। সেখানে দুর্গাপুজো পালন করতে গিয়ে ৯ জন বাঙালি-সনাতনিকে হত্যা করা হয়েছে। এই শোকপ্রস্তাবে ওই ৯ জনের বিষয়টি রাখার আবেদন করেছিলাম। আমি নিজে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু, আমার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। তারপরই আমরা বিধানসভার বাইরে মোমবাতি মিছিল করি। আম্বেদকরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মৃত বাঙালিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''আগামী কাল থেকে আমরা আর বিধানসভা আসব না। বয়কট করছি, সেই কথা বলছি না। তবে আগামী কয়েকদিনে উৎসব রয়েছে রাজ্যে। সেই সব উৎসবে যোগ দেন। কালীপুজো, ভাইফোঁটা. ছটপুজোতে বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে উৎসব পালন করব। ধর্মপালন করব। উৎসবে মানুষের সঙ্গে থাকব। তারপর যদি বিধানসভা চলে তাহলে আমরা যাব। আমারা পিএ কমিটিতে যাই না।'' প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজোর সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটসা সামনে আসে। প্রতির মন্দির বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সংঘর্ষে কয়েকজন মারাও যান বলে অভিযোগ। তারই প্রতিবাদে এদিন প্রতিবাদ করেন এই রাজ্যের বিজেপি বিধায়করা।

সোমবার রাজ্য বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। কাল ২ নভেম্বর মঙ্গলবার থেকে রাজ্য বিধানসভায় প্রায় কুড়ি মাসের ব্যবধানে প্রশ্নোত্তর পর্ব ফেরার কথা ছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রশ্ন জমা না পড়ায় তা হবে না। আগামী সপ্তাহে প্রশ্নোত্তর পর্ব হবে বলে বিধানসভা সূত্রে খবর।বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীন এ দিন বিধায়কদের ফোন বেজে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে বহুবার বিদায়কদের পোন বেজে ওঠার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে বিধায়কদের সাবধান করেছেন স্পিকার।

কিন্তু, তারপরও কোনও প্রকার ভ্রুক্ষেপ নেই বিধায়কদের। শীতকালীন অধিবেশনের শুরুর দিনে মোবাইল ফোন বেজে ওঠায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্পিকার।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন লয়ার্স ফর ডেমোক্রেসি-এর আইনজীবীরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্যরা ছবি ঃ নিজস্ব।

লোকসভা ভোট পূর্ববর্তী জোটের দফারফা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন মমতা

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি.স) : জোট দুরস্ত, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরও সুর চড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একতরফে জোট হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। এর আগে দলীয় মুখপত্র 'জাগো বাংলা'য় এবং গোয়ায় গিয়েও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে কোনও লড়াই করেনি সোনিয়া গান্ধীর দল। উপর উপর বিরোধিতা হয়েছে। আর পিছনে সমঝোতা।

কংগ্রেস চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে শেষ বৈঠক হয়েছিল ২৮ জুলাই। নয়াদিল্লির ১০ জনপথে ওই বৈঠক হওয়ার আগেই কমল নাথের মতো সোনিয়ার ঘনিষ্ঠরা মমতার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন। জাতীয় স্তরের অবিজেপি দলগুলি (এনসিপি, ডিএমকে, শিবসেনা, তৃণমূল কংগ্রেস) বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ের রোডম্যাপ কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা করে।

১০ জনপথের বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, বিজেপি বিরোধী জোটের মুখ তিনি নন। বরং মানুষই ঠিক করে দেবে, মুখ কে হবে। কিন্তু তিনমাস কেটে যাওয়ার পরেও বিজেপি বিরোধী ছাতার তলায় কারা কারা আসবে, তার স্পষ্ট ধারনা তৈরি হয়নি। দলীয় মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র একের পর এক সম্পাদকীয়তে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে কংগ্রেস। তৃণমূল সুপ্রিমোর বক্তব্যে সে কথা স্পষ্ট। মমতা বলেন, বাংলায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে আর বাইরে আমাদের সমর্থন চাইবেন, এটা হতে পারে না। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলন করেনি। তাই আমাদের বিভিন্ন রাজ্যে যেতে হচ্ছে।

বাংলার সর্বত্র সনাতনী ধ্বজা উড়িয়ে তবেই রাজনীতি ছাড়ব: শুভেন্দু

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি.স) : বাংলাদেশে হিংসার ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার নন্দীগ্রামে মিছিল করেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের মিছিলের পর সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''বাংলার সর্বত্র সনাতনী ধ্বজা উড়িয়ে তবেই রাজনীতি ছাড়ব।''

এদিন নন্দীগ্রামের তেখালি ব্রিজ থেকে মহেশপুর বাজার পর্যন্ত এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে হিংসার ঘটনার প্রতিবাদে এই মিছিলের আয়োজন। মিছিল শেষে মহেশপুর বাজার এলাকায় এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই জনসভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যে সনাতনী ধর্ম প্রতিষ্ঠা নিয়ে সুর চড়ান শুভেন্দু অধিকারী।

তাঁর দাবি, সম্প্রতি নন্দীগ্রামের অনেকে তাঁকে প্রাণনাশ, নন্দীগ্রামে প্রবেশ না করতে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী এদিন নিজেকে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য বলে দাবি জানিয়ে বলেন, 'আমার মন্ত্র চরৈবতি। আবার কালীপুজোর দিন আসব। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। আমি সনাতন ধর্ম পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করে তবেই রাজনীতি থেকে অবসর নেব।'

পাশাপাশি এদিন শুভেন্দুর গলায় লক্ষ্মণ শেঠের নাম শোনা যায়। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বাম জামানার সূর্য যখন মধ্যগগনে ছিল, তখন লক্ষ্মণ শেঠকে ভূপতিত করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমি যদি ভয় পেতাম তাহলে ২০০৭ সালেই রাজনীতি থেকে সরে যেতাম। কিন্তু, তা করিনি। মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সঙ্গে নিয়েই সনাতনের ধ্বজ পশ্চিমবঙ্গের ওড়াব।' পাশাপাশি এদিন শুভেন্দু অধিকারীর হুঙ্কার , 'নন্দীগ্রামের অনেকেই আমার সাহায্য নিয়ে বেঁচেছেন। তাঁরা আজ আমাকে শায়েস্তা করার কথা বলছেন। মনে রাখবেন, ইতিমধ্যে অনেকের শ্রীঘরে ঠাঁই হয়েছে। আপানাদেরও সেই অবস্থা হবে।'এদিন হরিমন্দির মাঠে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল।

ফাঁকা মাঠ থেকে খোঁজ মিলল বর্ধমান পুরসভার হারানো রোড রোলারের

বর্ধমান, ১ নভেম্বর (হি.স.): ফাঁকা মাঠ থেকে খোঁজ মিলল বর্ধমান পুরসভার হারানো রোড রোলারের। পুরসভার গোডাউন থেকেই উধাও হওয়া চারটি রোড রোলারের খোঁজ মিলল বর্ধমান পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাঞ্চন নগর এলাকার একটি ফাঁকা মাঠে। তবে কে বা কারা এই চারটি রোড রোলার এই জায়গায় রেখে গিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। তার খোঁজ করতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানালেন পুর প্রশাসক প্রণব চট্টোপাধ্যায়। চলতি বছরের আগস্ট মাস থেকে নতুন পুরোবোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পরেই বিভিন্ন রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করেছে বর্ধমান পুরসভা। কাজে নেমে, পুরসভার নিজস্ব রোড রোলার ও মিকচার মেশিন গুলোর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন পুর প্রশাসক। দীর্ঘদিন পুর বোর্ড না থাকায় রোড রোলার ও রোড মিকচার মেশিন গুলো কোথায় রয়েছে সেই বিষয়ে সঠিকভাবে খোঁজ পাচ্ছেনা পুর কতৃপক্ষ। রোড রোলার ও মিকচার মেশিনের খোঁজে পুরসভা অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়। জানা যায়, চারটি রোড রোলারের আনুমানিক মূল্য প্রায় কোটি টাকা। ফলে পুর আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। শহরজুড়ে খোঁজ শুরু হয়। অবশেষে তাদের পাওয়া গেল ফাঁকা মাঠে। পুরসভায় কারা লুঠ করেছে তার খোঁজ করতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানালেন পুর প্রশাসক প্রণব চট্টোপাধ্যায় তিনি জানান, কে বা কারা এই চারটি রোড রোলার এই জায়গায় রেখে গিয়েছে তদন্ত করে রিপোর্ট নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- এর কাছে জানানো হবে বলে জানান তিনি। প্রয়োজনে পুলিশের দ্বারস্থ হবে পুর কর্তৃপক্ষ।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিজেপিতে থেকেই ধর্মীয় মেরুকরণ, রাজীব বন্দোপাধ্যায়

কলকাতা,১ নভেম্বর (হি. স.): একুশের বিধানসভা ভোটের আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বিজেপি নেতা রাজীব বন্দোপাধ্যায়। কিন্তু এরই মাঝে ফের তৃণমূলে ফিরলেন রাজীব বন্দোপাধ্যায়। রবিবারই তৃণমূলে ফেরেন ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব। অপরদিকে সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ""বিজেপিতে থেকেই ধর্মীয় মেরুকরণ"" এমনটাই মন্তব্য করেন রাজীব বন্দোপাধ্যায়। প্রতিনিয়ত দাম বাড়ছে পেট্রোল ডিজেলের। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ার প্রসঙ্গে বিজেপিকে একহাত নিয়ে রাজীব বন্দোপাধ্যায় আরও বলেন, নাগপুর-ভবানীপুর এক হয়েছে। বারবার বলেছি, পেট্রোল ডিজেলের দাম কমাতে। ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে কথা বলতে ধমক দেওয়া হয়েছে বিজেপিতে। বলা হয়েছে এতেই বিজেপি ক্ষমতায় আসবে "".

কিশনগঞ্জে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ সহ গ্রেফতার ৩

কিশনগঞ্জ, ১ নভেম্বর (হি. স.) : বিহারের কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানার পুলিশ সোমবার সকালে জাতীয় সড়কে নিহালভাগ রাজবংশী চকে একটি অক্সিজেনের সিলিন্ডার বোঝাই পিকআপ ভ্যান থেকে প্রায় ১০১ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। শিলিগুড়ি থেকে আরারিয়াগামী অক্সিজেন সিলিন্ডার বোঝাই পিকআপ ভ্যানে তিনজন মদ পাচারকারী ছিল। পুলিশ এই তিনজনকে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল জলপাইগুড়ি জেলার প্রকাশ নগরের বাসিন্দা রাজমোহন মণ্ডল, শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকার বরতলা পাড়ার বাসিন্দা চন্দন রাউত, ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা অমিত সিং। পুলিশের জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, এই মদ ও অক্সিজেন শিলিগুড়ি থেকে আরারিয়া হয়ে বিহারের সুপৌলে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। কিন্তু কিশনগঞ্জ করিডরের নিহালভাগ রাজবংশী চকে পাচারের আগেই ধরা পড়ে যায়। এদিন কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে।

বুড়িগঙ্গায় উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই নৌকা

ঢাকা, ১ নভেম্বর (হি. স.) : সোমবার সকালে ঢাকার বুড়িগঙ্গায় উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই নৌকা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। নৌকাটিতে যাত্রী ছিলেন ১১ জন।এখনও পর্যন্ত দুটি দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিঁখোজ দুজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

জানা গেছে, মৃতেরা হলেন রেখা (২৯) ও তাঁর মেয়ে সানজিদা (৮)। মৃতেরা সম্পর্কে মা ও মেয়ে। এখনও পর্যন্ত দু'জন যাত্রীর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এঁরা হলেন শীতল (২৭) এবং তাঁর ছেলে শফিকুল (৭)। মৃত এবং নিখোঁজেরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য। বাড়ি কেরানীগঞ্জের জিয়ানগর বাজার সংলগ্ন খোলামুড়া এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর দিতে গিয়ে নৌপুলিশ সুপার এসআই আব্দুস সোবসান জানিয়েছেন, সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ (স্থানীয় সময়) বুড়িগঙ্গার ফ্যানঘাট থেকে ১১জন যাত্রী নিয়ে কেরানিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল নৌকাটি। খোলামোড়াগামী একটি বাল্কহেডের ধাক্কায় নৌকাটি ডুবে যায়। কয়েকজন সাঁতরে উঠে এলেও মৃত অবস্থায় উদ্ধার হন রেখা এবং তাঁর মেয়ে সানজিদা। আরও দুই নিখোঁজকে উদ্ধার করতে তল্লাশি চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

১০-দিন মঞ্জুর হল না, ৬ নভেম্বর অবধি অপরাধ দমন শাখার হেফাজতে সচিন ওয়াজে

মুম্বই, ১ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হল মুম্বইয়ের বরখাস্ত পুলিশ অফিসার সচিন ওয়াজে-কে। সচিন ওয়াজে-কে ১০ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল অপরাধ দমন শাখা। কিন্তু, অপরাধ দমন শাখার আর্জি খারিজ করে দেয় মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালত। বরখাস্ত পুলিশ অফিসারকে ৬ নভেম্বর অবধি অপরাধ দমন শাখার হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

আন্টিলিয়া বোমা ভীতি মামলায় চলতি বছরের মার্চ মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল সচিনকে। সোমবার মুম্বইয়ের বরখাস্ত পুলিশ অফিসার সচিন ওয়াজে-কে এসপ্ল্যানেড আদালতে তোলা হয়েছিল। তোলাবাজির মামলায় ধৃত তিনি। তাঁকে ১০ দিনের জন্য হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিল মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

রাশিয়া, স্পেন ও আরব আমিরশাহীতে তিন নতুন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি.স) : কয়েটি দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের স্থান পরিবর্তন করল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। সোমবার কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পবন কাপুর তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের পরিবর্তে তাঁকে আরব আমিরশাহির রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের ফরেন সার্ভিসের এই আধিকারিক এর আগে লন্ডন ও জেনিভায় দেশের হয়ে রাষ্ট্রদূতের পদ সামলেছেন। অন্যদিকে সঞ্জয় সুধীরকে আরব আমিরশাহী থেকে সরিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত করা হয়েছে। আবার দীনেশ পট্টনায়েক, তাঁকে আইসিসিআর-র ডিরেক্টর পদ থেকে সরিয়ে স্পেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পদে উন্নীত করা হয়েছে।

রাজ্যের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী বিমল কর প্রয়াত

আগরতলা, ১ নভেম্বর।।রাজ্যের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী তথা আগরতলা আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমল কর গতকাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি আলজাইমার এবং অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন। প্রয়াত বিমল করের পরিবারের পক্ষ থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি যিনি আর্ট, সংগীত ও শিক্ষা জগতে দেশে বিদেশে সমভাবে এক উজ্জল ছাপ রেখে গেছেন। বিমল কর ১৯৩৪ সালে বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শুরুর দিকে চারু শিল্পের প্রতি খুব একটা আগ্রহ না থাকলেও বিমল কর বিদ্যালয়ের দিনগুলি থেকে তার প্রতিভা প্রদর্শন করতে শুরু করেন।
১৯৫৬ সালে তিনি কলকাতার সরকারি আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফট কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় স্থান নিয়ে স্নাতক হন। সে বছরই তিনি একটি সরকারি প্রজেক্টে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ যান। ত্রিপুরাতে তার প্রথম সফর ছিলো ১৯৪৫ সালে সপ্তম শ্রেণী পড়ার সময় যেখানে তিনি তার জীবনের ৩৫ বছর কাটান। ত্রিপুরাতে তিনি বকাফার এক স্কুলে ড্রয়িং-র শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তখন রিয়াং জনজাতিদের সংস্পর্শে এসে তাদের সংস্ক’তি ও সাধারণ জীবনশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হন। কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে তাকে দিল্লি পাঠানো হয়। সেখানে তার কাজ দেখে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়্যার এলউইন খুব প্রশংসা করেন। তার পরবর্তী কর্মজীবন আগরতলায় এক বিদ্যালয়ে, ১৯৫৯ সালে কাকড়াবন বেসিক ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকতা এবং সর্বশেষে আগরতলার সরকারি আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাটে ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত। তিনি তার জীবনকালে দেশে বিদেশে একাধিক প্রদর্শনী করে নিজের কলার পারদর্শিতার পরিচয় দেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা তার শিল্পকর্মে ছাপ ফেলেছে। তিনি সংগীত ও থিয়েটার শিল্পেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন এবং একাধিক বিশেষ’ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন। তিনি সঙ্গীত প্রভাকর ডিগ্রিও পেয়েছেন এবং বহু বড় বড় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন।

মানসিক ভারসাম্য হিন স্বামীর দায়ের আঘাতে গুরুত্বর জখম স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ নভেম্বর।।মানসিক ভারসাম্যহীন স্বামীর দায়ের আঘাতে গুরুত্বর ভবে জখম হয় স্ত্রী।আহত স্ত্রী ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধিন।ঘটনা চুরাইবাড়ি থানার অন্তরগর্ত চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।
ঘটনার বিবরনে জানা যায়,সোমবার দুপুরে উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানার অন্তরগর্ত চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনৈক জামাল উদ্দিনের সাথে তার স্ত্রী তসলিমা বেগমের পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কথাকাটি শুরু হয়। স্বামী স্ত্রীর কথাকাটাটির মধ্যে স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে দা নিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করে। স্ত্রীর আত্মচিৎকারে ছুটে আসে এলাকার লোকজন। স্থানীয় লোকজন ছুটে আসার পর পাসন্ড স্বামী পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে প্রেমতলা থেকে ছুটে আসে দমকল বাহিনি। দমকল বাহিনি আহত স্ত্রী তসলিমা বেগমকে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে এলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত মহিলার আঘাত গুরুতর দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। চিকিৎসককের বক্তব্য আহত মহিলার ডান পা দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় চুরাইবাড়ি থানাতে। এলাকার জনগন জানায় জামাল উদ্দিনের মানসিক ভারসাম্যতার সমস্যা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিল্লিতে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। শুধুমাত্র বিগত এক সপ্তাহেই দিল্লিতে নতুন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩১ জন। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। দিল্লিতে ডেঙ্গির এই বাড়বাড়ন্তের প্রেক্ষিতে সোমবার পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডোভিয়া। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়েরও আহ্বান জানিয়েছেন মনসুখ।
এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'হটস্পট শনাক্তকরণ, ফগিং এবং সময়মতো চিকিৎসার মতো অন-গ্রাউন্ড উদ্যোগগুলি চালানো হবে। ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্তের জন্য রাজ্যগুলিতে বিশেষজ্ঞদের একটি টিমও পাঠাচ্ছে কেন্দ্র।’

লেনোভো’র বিশেষ উৎসব অফার, ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত

আগরতলা, ১ নভেম্বর।। বিশ্বের প্রযুক্তি মানচিত্রে অগ্রদূত ‘লেনোভো’ দেশের উৎসব উদযাপনের মরসুমে নতুন প্রোডাক্ট অফারের ঘোষণা দিয়েছে। সফল ব্যবসার উপর ভিত্তি করে লেনোভো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৫৭ টি স্টোরের মাধ্যমে খুচরা বিক্রির ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করছে। এর অঙ্গ হিসেবেগত এপ্রিল মাসে ১৩টি নতুন স্টোর চালু হয়েছে।
গত কয়েক মাস লেনোভো লিজিওন, যোগ এবং আইডিয়াপ্যাড ল্যাপটপ প্রোডাক্ট রেঞ্জে নানা ধরনের প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছে। এই অবস্থায় উৎসব উদযাপনের মরসুম উপলক্ষে লেনোভো বিভিন্ন পি.সি. এবং স্মার্ট ডিভাইসে গ্রাহকদের জন্য দারুণ অফার চালু করেছে। আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই অফারউ লেনোভো এইসব অফারগুলোর সঙ্গে তার গ্রাহক ও অংশীদারদের তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে উৎসাহিত করছে। যার জন্যও অফার দিচ্ছে লেনোভোউ যার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে ১১০৮৯ টাকা পর্যন্ত। এই ক্ষেত্রে ১ বছরের ওয়ারেন্টি, ৩ বছরের প্রিমিয়াম কেয়ার ও একটি লেনোভো হেডসেট পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ২০৯৯ টাকায়।
এনিয়ে লেনোভো ইন্ডিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলের কনজিউমার সেলস হেড বিপুল মাথুর জানান, ‘দেশের সমস্ত রাজ্য আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলের দ্রুত বর্ধনশীল বাজার এবং এই উৎসবের মরসুম এখানকার বর্তমান ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে।’ লেনোভো ল্যান্ডিং পেজ থেকে অফার সম্পর্কিত বিস্তারিত জানা যাবে।

বিশালগড়ে বিজেপি প্রার্থীদের মননোয়ন পত্র দাখিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ নভেম্বর।। সোমবার সকালে বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ জন প্রার্থী বিশালগড় মহকুমা শাসকের নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন টিংকু রায়, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক,আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী নিতাই চৌধুরী, সহ বিশালগড় ১৫ টি ওয়ার্ডের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সহ বিশালগড় ১৫ টি ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সোমবার সকাল থেকে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রার্থীদের জমায়েত শুরু হয় এবং সেখান থেকেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সহ বিশালগড় মহকুমা শাসকের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করেন সমস্ত ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী।

বিলোনীয়ায় বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ নভেম্বর।। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিলোনিয়া পৌর পরিষদের ১৭ টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। সোমবার বেলা বারটায় বিলোনিয়া বনকর থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীসমর্থকরা একত্রিত হয়, এবং সেখান থেকে প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকরা একটি সুসজ্জিত মিছিল করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে থানার মোড়ে এসে শেষ হয়।মিছিল শেষে বিজেপি দল মনোনিত প্রার্থীরা সতেরটি আসনে রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক মানিক লাল দাসের নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। এদিনের কর্মসূচীতে ছিলেন বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, প্রদেশের যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক, বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার সহ সমর্থকরা।

গ্রুপ ডি কর্মচারীদের বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ নভেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারি গ্রুপ ডি কর্মচারী পঁচিশতম বিভাগীয় সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড) বিলোনীয়া বিভাগীয় কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে। সন্মেলন শুরুর প্রথমে শহীদ বেদীতে পুষ্প স্তবক দেয় সন্মেলনে উপসিত সংগঠনের প্রতিনিধিরা।শহীদবেদীর কাজ শেষ হওয়ার পর শুরু হয় সন্মেলনের কাজ।এদিনের সন্মেলনে শোক প্রস্তাব পাঠ করে সংগঠনের নেতৃত্ব বেলাল মিঞা,এক মিনিট নীরবতা করা হয়।সন্মেলনে সভাপতি ছিলেন রতন চন্দ্র মালি,উদ্বোধনী ভাষন রাখেন শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলনের প্রাক্তন রাজ্য নেতৃত্ব অশোক মিত্র। এদিনের সন্মেলনে সংগঠনকে শ্রীবৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক বিবেকানন্দ রায়।ত্রিপুরা কর্মচারীসমন্বয় কমিটি(এইচ বি রোড) বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি বিপ্লব ভুঁইয়া ছিলেন এদিনের সন্মেলনে।পনের জনের কমিটি গঠন করা হয় সভাপতি সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয় রতন চন্দ্র মালি,শুক্রমনি ত্রিপুরা।

বিলোনীয়ায় শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ নভেম্বর।। বিলোনিয়ার বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক , বুদ্ধিজীবী ,ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন পঞ্চায়েতের গন্যমান্য ব্যক্তি সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই দিনের শান্তি বৈঠক।
৩১ শে অক্টোবর ছিল রাষ্ট্রিয় একতা দিবস। এই দিনকে একতার বার্তা দিয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিলোনিয়া থানার উদ্যোগে এই শান্তি সম্প্রীতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় থানাতে। এই দিনের আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন , বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা, থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন, সরকারি আইনজীবী আখতার হোসেন মজুমদার সহ সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিগন। সামাজিক মাধ্যমে দেশের একতা, রাজ্যের একতাকে নষ্ট করার জন্য গুজব ছড়িয়ে অশুভ শক্তির চক্রান্ত এবং অশুভ খবর রুখতে , কি করে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা যায় সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনা , মতামত গ্রহন করে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় বলে জানান বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা। পাশাপাশি এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেই বিষয়ে আশাব্যক্ত করে সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন করেন সৌভ্রাতৃত্ব শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত রেখে , ভারতের ঐতিহ্য একতাকে ধরে রাখার জন্য।

জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যাণ্ড ভাসকুলার সার্জারি ইউনিটে হার্টের পেসমেকার সার্জারির সফল অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ১ নভেম্বর।।জিবিপি হাসপাতালে নবনির্মিত সিটিভিএস অ্যাণ্ড আই আর ক্যাথ ল্যাবে প্রথম সফল পেসমেকার প্রতিস্থাপন হয়েছে। একের পর এক জটিল অ‌েপচারের মাধ্যমে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের শল্য চিকিৎসকগণ রাজ্যবাসীর মনে আস্থা অর্জন করে চলেছেন।
আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে গত ২৯ অক্টোবর স্থানীয় কু’বন শ্যামলী বাজার নিবাসী ৮২ বৎসর বয়স্ক এক রোগীর হার্টের পেসমেকার প্রতিস্থাপনের সফল অ‌েপচার করা হয়েছে। তিনি গত এক সপ্তাহ আগে হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে জিবিপি হাসপাতালের মেডিসিন আইসিইউতে ভর্তি হন। হাসপাতালে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তাঁর হার্টের সম্পূর্ণ ব্লকেজ সনাক্তকরণ করেন। এজিএমসি অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে সম্পতি চালু হওয়া কার্ডিও থোরাসিক অ্যাণ্ড ভাসকুলার সার্জারি (সিটিভিএস) ডিপার্টমেন্টের কনসালট্যান্ট ডাঃ কনক নারায়ণ ভ-াচার্যের নেত’ত্বে এক সার্জিক্যাল টিম হৃদযন্ত্রে সফল পেসমেকার প্রতিস্থাপন করেন। এই অ‌েপচারে সময় লাগে এক ঘন্টা তাতে এনেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ সুরজিৎ পাল। বর্তমানে রোগী সুস্থ আছেন এবং চিকিৎসকরা গতকাল তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়েছেন। আগামীতে রাজ্যে হৃদযন্ত্রের অ্যা‌িওপ্লাস্টি, করোনারি বাইপাস সার্জারি ও ওপেন হার্ট সার্জারি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য সুদীর্ঘ সময়কালে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অধরা ছিল রোগীদের এবং রাজ্যবাসীদের কাছে, অবশেষে সেই স্বপ পূরণ হচ্ছে। গত ১৩ জলাই এজিএমসি অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে চালু হয়েছে কার্ডিও থোরাসিক অ্যাণ্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যাণ্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সি টি ভি এস অ্যাণ্ড আই আর) বিভাগ । ইতিমধ্যে বহির্বিভাগে তিন শতাধিক রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছেন। ক্যাথ ল্যাবে এ পর্যন্ত ৫৯ টি অপারেশন হয়েছে. এর মধ্যে রয়েছে হার্টের অ্যা‌িওগ্রাম, কিডনির রোগীদের পার্ম ক্যাথ অপারেশন এবং এই পেস মেকার প্রতিস্থাপন। প্রত্যেক মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা থেকে ৪:৩০ টা পর্যন্ত সি টি ভি এস বহির্বিভাগ খোলা থাকে এবং ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি ও পি ডি খোলা থাকে বুধবার দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৪:৩০ টা পর্যন্ত। রেডিওলজি বিভাগের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর ডাঃ অসীম দে, অ্যাসিসস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ জয়বত রায় ইন্টারভেনশন্যাল রেডিওলজির বিষয়ে রোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

সুস্থ হচ্ছেন মনমোহন সিং চিকিৎসক ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): ডেঙ্গি থেকে সেরে উঠছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। এইমস থেকে বাড়িতেও ফিরেছেন তিনি। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্ত্রী গুরশরণ কৌর। চিকিৎসকদের সার্বিক প্রচেষ্টা ও মনমোহনের সুস্থতা কামনার জন্য চিকিৎসক, নার্স ও শুভাকাঙ্খীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন গুরশরণ কৌর।
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্ত্রী গুরশরণ কৌর জানিয়েছেন, ডাঃ মনমোহন সিং বাড়িতে ফিরেছেন। তিনি ডেঙ্গি থেকে সুস্থ হচ্ছেন। চিকিৎসক, নার্স ও সাপোর্ট স্টাফদের ধন্যবাদ। শুভাকাঙ্খীদেরও ধন্যবাদ। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ার পর দিল্লির এইমস-এ ভর্তি হয়েছিলেন মনমোহন সিং। সুস্থ হওয়ার পর রবিবারই এইমস থেকে তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ফিরেছেন নিজের বাড়িতে।

আমবাসায় মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন বিজেপি প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসায় সোমবার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করলো বিজেপি।আমবাসা পুর পরিষদের ১৫ টি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে।
সোমবার আমবাসা টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মিছিল জেলাসদর আমবাসা হয়ে ডলুবাড়িস্থিত মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে আসে। ফ্লেগ ফেস্টুনে সুসজ্জিত এই মিছিল জাতীয় সড়কের পথ ধরে ডলুবাড়ি এসে পৌঁছায়। ব্যান্ড ঢাকের তালে তালে এদিন মিছিলে এগিয়েছেন অনেকেই। মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা, বিধায়ক তথা বিজেপি ধলাই জেলা সভাপতি পরিমল দেববর্মা সহ রাজ্য, জেলা ও মন্ডল স্তরের নেতৃত্ব। জয় নিয়ে ১০০ু আশাবাদী বলে জানিয়েছেন প্রার্থী থেকে শুরু করে নেতৃবৃন্দ। এদিন মিছিল শেষে আমবাসা মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক আশু রঞ্জন দেববর্মার হাতে একে একে মনোনয়নপত্র তুলে দেন ১৫ টি আসনের বিজেপি প্রার্থীরা।

রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন সাতটি পুর ওয়ার্ডেপ বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি পুর ওয়ার্ডের বিজেপির প্রার্থীরা সোমবার সদর মহকুমা শাসক অফিসে রিটার্নিং অফিসারের কাছে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত এবং মন্ডল সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সাতটি পুর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের অফিসে জমা দিয়েছেন। দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা প্রার্থীদের দিয়ে মিছিল করে সদর মহকুমা অফিসের সামনে এসে সমবেত হন। সেখান থেকে প্রার্থীরা রিটার্নিং অফিসারের অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে মন্ডল সভাপতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন এবারের নির্বাচনে লড়াই হচ্ছে সিপিএমের বিরুদ্ধে। বিগত দিনে আগরতলা পুর নিগমের এলাকায় বিভিন্ন কাজ করবে তারা যেভাবে দুর্নীতি করেছে তার যোগ্য জবাব দিতে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য তিনি গণদেবতাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে দলের নেতৃবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেছেন। আগরতলা পুর নিগমের একটি স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়ায় তাদের লক্ষ্য করেও তারা জানিয়েছেন।

কোভ্যাক্সিনকে স্বীকৃতি দিল অস্ট্রেলিয়া

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স) : দেশীয় টিকা কোভ্যাক্সিনকে এখনও অনুমোদন দেয়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। তবে ভারত বায়োটেকের এই ভ্যাকসিন স্বীকৃতি পেল অস্ট্রেলিয়ায়। যেকোনও ব্যক্তি কোভ্যাক্সিন নিয়ে সে দেশে পা রাখতে পারে।
অজি সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক ভাবেই মিলেছে স্বস্তি। কারণ কোভ্যাক্সিনের ডোজ নেওয়া বহু পড়ুয়া কিংবা শ্রমিকরা অস্ট্রেলিয়ায় ফিরতে পারছিলেন না। তবে যাঁদের এখনও টিকাকরণ হয়নি তাঁদের জন্য আগের মতোই বহাল নিয়ম। অস্ট্রেলিয়ায় পা রেখেই থাকতে হবে কোয়ারেন্টাইনে। নির্দিষ্ট সময়ের পর দিতে হবে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেটও।
গত মাসেই পুণের সেরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি হওয়া কোভিশিল্ডকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাত কোভিশিল্ডের ডোজ নেওয়া পর্যটকরা অনায়াসে এখন অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরতে যেতে পারেন। তবে যাঁরা কোভ্যাক্সিন নিয়েছিলেন, তাঁদের অস্ট্রেলিয়া প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ জারি ছিল। এবার সে পথও খুলে দিল ক্যাঙারুর দেশের প্রসাশন। তাদের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, ’’থেরাপিউটিক গুডস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (টিজিএ) সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভারতের নিজস্ব টিকা কোভ্যাক্সিন এবং চিনের বিবিআইবিপি-কোরভি যাত্রীদের টিকাকরণের তালিকাভুক্ত হিসেবেই ধরা হবে।” শুধু তাই নয়, ১২ বছরের উর্ধে যাঁরা কোভ্যাক্সিনের ডোজ নিয়েছেন, তাঁদের কারও অস্ট্রেলিয়া যেতে আর কোনও বাধা রইল না। বিবিআইবিপি-কোরভি টিকার ক্ষেত্রে এর বয়সসীমা ১৮ থেকে ৬০ বছর।

মনোনয়ন

● **প্রথম পাতার পর**

আজ খোয়াই পুর পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেস, আগরতলা পুর নিগম ও সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে কংগ্রেস এবং আমবাসা পুর পরিষদ, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ ও আগরতলা পুর নিগমে নির্দল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এছাড়া, ধর্মনগর পুর পরিষদ, কৈলাসহর পুর পরিষদ, কুমারঘাট পুর পরিষদ, খোয়াই পুর পরিষদ, রানীর বাজার পুর পরিষদ, মোহনপুর পুর পরিষদ, আগরতলা পুর নিগম, মেলাঘর ও বিশালগড় পুর পরিষদ, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত, উদয়পুর, বিলোনিয়া এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদে বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
এদিন বিজেপি মোট ২২৩ জন প্রার্থী, কংগ্রেসের ৩৪ জন প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের ১৪ জন প্রার্থী এবং ৬ জন নির্দল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাতে, আজ মোট ২৮৬টি মনোনয়ন জমা পড়েছে।

কুমারঘাটের

● **প্রথম পাতার পর**

নজরদারীর অভাবে হোস্টেল চত্তরে পড়ুয়াদের মধ্যে নেশা সেবনের প্রতিযোগিতা চলে বলে অভিযোগ। হোস্টেল চত্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জলন্ত সিগারেট এবং বিড়ির টুকড়ো অভিযোগের সত্যতাকেই আরো সামনে ঠেলে দিলো।
এসব বিষয়ে অবিভাবক এবং স্থানীয়দের তরফে স্কুল কতৃপক্ষকে বহুবার জানানো হলেও তাদের কোনো মাথা ব্যাথা নেই।এসবের দিকে নজর দেবার কোনো উদ্যোগ নেই বলেও অভিযোগ। কতৃপক্ষের এহেন ভূমিকায় বিষিয়ে উঠছে স্কুলের পরিবেশ।অভিযোগের সত্যতা জানতে স্কুল অধ্যক্ষ সুদিপ কুমার পালকে জিজ্ঞেস করলে নিজেদের অকর্মন্যতা ঢেকে কৃতিত্ব জাহিরের নানান ফন্দি এটে স্কুলের দীর্ঘদিনের পানীয় জল এবং বিদ্যুতের সমস্যার কথা স্বীকার করলেও হোস্টেলের অভ্যন্তরে নেশা সামগ্রীর অবশিষ্ট অংশ মেলার বিষয়ে কিছুই না জানার ভান দেখালেন অধ্যক্ষ। কিছুদিনের মধ্যেই নাকি জল এবং বিদ্যুতের সমস্যা মিটে যাবে স্কুলের।কিন্তু কথা হলো এমন বক্তব্য এর আগে আরো বেশ কয়েকবার শুনিয়েছেন অধ্যক্ষ। তারপরও এখনো পর্যন্ত হাল ফেরেনি। নানান সমস্যায় কুমারঘাটের এই একলভ্য স্কুল এবং হোস্টেল ভবনের।এখন দেখার বিষয় আদৌ সমস্যায় ঘেরা এই বিদ্যালয়ের দিকে নজর পরে কিনা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের।

বক্সনগরে

● **প্রথম পাতার পর**

বিক্রি করা না হয় সে জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বসে নেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরাও। সোমবার সকালে বিএসএফের ১৫০ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বক্সনগর চৌমুহনী এলাকায় একটি দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ পটকাবাজি উদ্ধার করেছে।অবৈধভাবে একটি দোকানের গোডাউনে এসব শব্দবাজি মজুত রাখা হয়েছিল।সুনির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে ওই দোকানের গোডাউনে হানা দিয়ে শব্দ বাজা বাজি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শুধু বক্সনগর এই নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দোকানপাটে শব্দবাজি মজুত রয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষার তাগিদেই এইসব শব্দ বাজি পোড়ানো বন্ধ করা এবং বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে প্রশাসন।

দূর্ঘটনায়

● **প্রথম পাতার পর**

লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়ে।
এদিকে এ খবর শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিজেপি রাজ্য সহ-সভাপতি বিকাশ দেববর্মা। তিনি ঘটনার খোঁজখবর নেন এলাকাবাসীদের কাছ থেকে। এদিকে তিনি জানান যে কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে দোষীদের শাস্তি হোক। তিনি রাজ্য সরকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।উন্নয়নমূলক কাজের বাধা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি যেন গ্রহণ করেন প্রশাসন।তিনি আরো জানান এ ধরনের কাজকর্ম হলে উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। তিনি আরো জানান অপহরণতারপর ঠিকাদারের কাছে দু লক্ষ টাকা চাওয়া ত্রিপুরা

সাব্রুম

● **প্রথম পাতার পর**

সাব্রুম স্টেশন থেকে যাত্রা করবে রাত সোয়া নয়টায় এবং ধর্মনগর স্টেশনে পৌঁছবে ভোর তিনটা কুড়ি মিনিটে। পরদিন সকালে আবার ওই ট্রেনটি ধর্মনগর স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে পৌনে নয়টায়।

বাংলাদেশে

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযোগ করা হয়েছে বাংলাদেশের সরকারি হাই কমিশনার অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান কালে রিসিভ কপি দিতে বলা হলে সহকারি সহকারী হাইকমিশনার অফিস থেকে রিসিভ কপি দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপ তারা অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

কৃষকদের

● **প্রথম পাতার পর**

সমস্ত সীমানায় পৌঁছবেন এবং আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবেন।’ প্রসঙ্গত, তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। রেল রোকো কর্মসূচি থেকে শুরু করে নানা ধরনের প্রতিবাদ প্রদর্শন করেছেন তাঁরা। কিন্তু, এখনও কোনও ফয়সালা হয়নি। এমতাবস্থায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন রাকেশ টিকাইত।

তৃণমূল

● **প্রথম পাতার পর**

দেয়া হবে এবং মনোনয়নপত্রও জমা দেয়া হবে। এই প্রার্থী তালিকায় নাকি বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর একাংশ রয়েছেন। আগামীকাল আগরতলায় মিছিল করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে দেখা যেতে পারে তৃণমূলের প্রার্থীদের।

ক্রীড়াঙ্গন

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে নিশান্ত এবং সঞ্জীত

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স) : ভারতীয় বক্সার নিশান্ত দেব (৭১ কেজি) এবং সঞ্জীত (৯২ কেজি) বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন।

নিশান্ত হারালেন মেক্সিকোর মার্কো আলভারেজকে ভেরদেকে ৩-২ গেমে। কোয়ার্টার ফাইনালে এবার তিনি খেলতে নামবেন রাশিয়ার ভাদিম মুসেভের বিপক্ষে। অন্য ম্যাচে, সঞ্জীত রান জর্জিয়ার জিওর্জি চিগলাজেকে, ৪-১ গেমে। এরপর তাঁর প্রতিপক্ষ ইতালির আজিজ আব্বাস মৌহীদিন।

শেষ ১৬ পর্বে ওঠার লড়াইয়ে আছেন ভারতের রোহিত মোর (৫৭ কেজি), আকাশ সাংওয়ান (৬৭ কেজি), সুমিত (৭৫ কেজি) এবং পাঁচবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ী শিব থাপা (৬৩.৫কেজি)।

এই প্রতিযোগিতায় সোনার পদক জয়ী পাবেন এক লাখ মার্কিন ডলার। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৫ লাখ। রৌপ পদক জয়ীরা ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। আর ব্রোঞ্জ পদক জয়ীদের জুটবে ২৫ হাজার মার্কিন ডলার। টুর্নামেন্টের মোট পুরস্কার মূল্য ভারতীয় অর্থে প্রায় ২ কোটি টাকা।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

কোহলির হাত ধরে ২২ বছরের লজ্জা ফিরল ভারতীয় ক্রিকেটে

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স) : এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ১৩ বল বাকি থাকতে ১০ উইকেটে হার। দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩৩ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে হার। ২২ বছর পরে ভারত বিশ্বকাপে প্রথম দু'টি ম্যাচে হারের লজ্জা ফিরিয়ে আনল। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে একদিনের বিশ্বকাপে ভারত প্রথম দু'টি ম্যাচে হেরেছিল। সেবার মহম্মদ আজহারউদ্দিনের নেতৃত্বে ভারত প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪ উইকেটে হারে। পরের ম্যাচে জিম্বাবোয়ের কাছে ৩ রানে হেরে যায় ভারত। বিশ্বকাপে ভারতের খারাপ পারফরম্যান্স আরও আছে। ২০০৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ, ভারত গ্রুপ পর্বে বিদায় নিয়েছিল। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে টি-২০ বিশ্বকাপে সুপার এইট পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু কোনও বারই প্রথম দু'টি ম্যাচে ভারতকে হারতে হয়নি।

১৯৯৯ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৫৩ রান তোলে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ১৪২ বলে ৯৭ রান করেন। রাহুল দ্রাবিড় করেন ৭৫ বলে ৫৪ রান। লান্স ক্লুজনার ৬৬ রান দিয়ে সচিন তেন্ডুলকর, আজহারউদ্দিন ও দ্রাবিড়ের উইকেট নেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। জাক কালিস ১২৮ বলে ৯৬ রান করেন। দ্বিতীয় ম্যাচ ছিল দুর্বল জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে জিম্বাবোয়ে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৫২ রান তোলে। অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ৮৫ বলে অপরাজিত ৬৮ রান এবং গ্রান্ট ফ্লাওয়ার ৮৯ বলে ৪৫ রান করেন। জাভাগাল শ্রীনাথ, বেঙ্কটেশ প্রসাদ ও অনিল কুম্বলে ২টি করে উইকেট নেন। রান তাড়া করার সময় বৃষ্টির জন্য ভারতের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৬ ওভারে ২৫৩। কিন্তু ৪৫ ওভারে ২৪৯ রানে শেষ হয়ে যায় ভারত। সদাগোপান রমেশ (৫৫) ও অজয় জাডেজা (৪৩) ছাড়া কেউ ভাল রান পাননি। হিথ স্ট্রিক ও হেনরি ওলঙ্গা ৩টি করে উইকেট নেন। সে বার ভারত অবশ্য পরের রাউন্ড সুপার সিক্সে গিয়েছিল। এ বার বিরাট কোহলীর নেতৃত্বে প্রথম দু'টি ম্যাচে হেরে ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

শ্রীলঙ্কাকেও হারিয়ে সেমি-ফাইনালে এক পা ইংল্যান্ডের

মন্থর উইকেটে ব্যাটে-বলে করতেই লড়াই করতে হচ্ছিল। এমন কঠিন কন্ডিশনে ব্যাট হাতে আলো ছড়ালেন জস বাটলার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডকে এনে দিলেন বড় সংগ্রহ। রান তাড়ায় শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যের ধারেকাছেও যেতে পারল না শ্রীলঙ্কা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালের পথে বড় এক লাফ দিল ওয়েন মর্গ্যানের দল। শারজাহতে সোমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের ম্যাচে ইংল্যান্ড জিতেছে ২৬ রানে। এই জয়ে দারুণ এক কীর্তি গড়লেন মর্গ্যান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ ৪৩ জয় এখন তার।

বাটলারের ৬৭ বলে ছয়টি করে ছক্কা-চারে ১০১ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে ইংল্যান্ড গড়ে ১৬৩ রানের পুঁজি। ২০ ওভারের বৈশ্বিক আসরে ইংলিশ দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরি করলেন তিনি। আগেরটি ছিল অ্যালেক্স হেলসের, ২০১৪ আসরে।

রান তাড়ায় লঙ্কানদের নিয়মিত বিরতিতে উইকেট তুলে নিয়ে এক ওভার আগেই ১৩৭ রানে গুটিয়ে দেয় ইংলিশ বোলাররা।

দাপুটে ক্রিকেট খেলে এগিয়ে চলা ইংল্যান্ডের আসরে এটি টানা চতুর্থ জয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়ার পর লঙ্কানদের হারিয়ে সেমি-ফাইনাল এক পা দিয়ে রাখল তারা।

ম্যাচের শুরুতে অবশ্য কিছুটা চাপে পড়েছিল টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা ইংল্যান্ড। পাওয়ার প্লেতে ৩ উইকেট হারিয়ে তারা করে ৩৬ রান। ভানিন্দু হাসারাঙ্গার গুগলি সুইপ করে বোল্ড হয়ে যান জেসন রয়। ছন্দের খোঁজে থাকা দাভিদ মালান ব্যর্থ হন আবারও। দুশমন্থ চামিরার সুইং করে ভেতরে ঢোকা বল এলোমেলো করে দেয় তার স্টাম্প। জনি বেয়ারস্টোকে এলবিডব্লিউ করে 'গোল্ডেন ডাক'-এর তেতো স্বাদ দেন হাসারাঙ্গা।

মন্থর উইকেটের সঙ্গে লঙ্কান বোলারদের বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং ভোগায় বাটলার ও ওয়েন মর্গ্যানকেও। সাবধানী ব্যাটিংয়ে তারা ধরেন দলের হাল। প্রথম ১০ ওভারে ইংলিশরা রান তোলে কেবল ৪৭।

ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর রানের গতি বাড়ান বাটলার। চামিকা করুনারত্নেকে টানা মারেন চার ও ছক্কা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খুনে ইনিংস খেলা এই কিপার-ব্যাটসম্যান ফিফটি তুলে নেন ৪৫ বলে।

হাসারাঙ্গাকে চার মারার পর মর্গ্যান এক্সট্রা কাভার দিয়ে ছক্কায় ওড়ান লাহিরু কুমারাকে। ওই ওভারেই আরও দুইটি ছক্কা হাঁকান বাটলার। ওভার থেকে আসে ২২ রান। একশ পার করে ইংল্যান্ড।

অষ্টাদশ ওভারে দাসুন শানাকাকে পরপর তিন বলে দুটি ছক্কা ও একটি চার মারেন বাটলার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিতে চোখ রেখে এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি।

লেগ স্পিনার হাসারাঙ্গাকে ছক্কায় উড়িয়ে পরের বলেই বোল্ড হয়ে যান মর্গ্যান। ৩ ছক্কা ও এক চারে ৩৬ বলে ৪০ রান করেন তিনি। ভাঙে বাটলারের সঙ্গে তার ১১২ রানের জুটি।

দারুণ ছন্দে থাকা বাটলার ৬৭ বলে পা রাখেন কাঙ্ক্ষিত তিন অঙ্কে। ৮৬ ম্যাচে ৭৮তম ইনিংসে এই স্বাদ পেলেন তিনি। ইংল্যান্ডের চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে করলেন সেঞ্চুরি। ফিফটি থেকে শতরানে পৌঁছাতে তার লাগে কেবল ২২ বল।

সেঞ্চুরি করতে শেষ ওভারে ১৩ রান প্রয়োজন ছিল বাটলারের। দুশমন্থ চামিরাকে প্রথম বলেই চার মেরে দেন তিনি। তৃতীয় বলে পান জীবন। একশ থেকে ৫ রান দূরে থাকতে দুই বলে নিতে পারেননি কোনো রান। চামিরা শেষ বলটি যেন উপহার দেন তাকে। ফুলটস বল স্কয়ার লেগ দিয়ে সীমানা ছাড়া করে স্পর্শ করেন তিন অঙ্ক।

ইংল্যান্ডের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করলেন তিনি। দারুণ সব অর্জনে ভরা ম্যাচে সেরার পুরস্কারটিও ওঠে তারই হাতে।

রান তাড়ায় ইনিংসের তৃতীয় বলেই উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। রান আউটে কাটা পড়েন পাথুম নিসানকা।

ক্রিস ওকসকে ছক্কায় রানের খাতা খোলেন চারিথ আসালাঙ্কা। পরে মইন আলিকে তিন বলের মধ্যে মারেন ২ চার। প্রতিপক্ষকে চাপ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় থাকা এই ব্যাটসম্যান আদিল রশিদের বলে মিড-অফে ধরা পড়েন। এই লেগ স্পিনারের গুগলিতে স্লগ সুইপ করে আকাশে তুলে দিয়ে ফিরে যান কুসাল পেরেরাও। পাওয়ার প্লেতে লঙ্কানরা ৪০ রান তুলতে হারায় ৩ উইকেট।

বিপর্যয়ে পড়া দলের হাল ধরতে পারেননি আভিশকা ফার্নান্দোও। তাকে এলবিডব্লিউ করে দেন ক্রিস জর্ডান। ওকসকে টানা ছক্কা-চার মেরে ডানা মেলার আভাস দিয়ে ওই ওভারেই লং-অনে ধরা পড়েন ভানুকা রাজাপাকসা।

৭৬ রানে ৫ উইকেট হারানো দলকে জয়ের স্বপ্ন দেখান হাসারাঙ্গা ও শানাকা। তাদের ব্যাটে এগোতে থাকে শ্রীলঙ্কা। গড়েন ৩৬ বলে ৫৩ রানের জুটি।

রানের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাউন্ডারিতে রয় ও স্যাম বিলিংসের যৌথ প্রচেষ্টার দারুণ এক ক্যাচে ফিরে যান হাসারাঙ্গা। ৩ চার ও এক ছক্কায় ৩৪ রান করেন তিনি। লঙ্কানদের ইনিংসে যা সর্বোচ্চ। আর কেউই ছুঁতে পারেননি ৩০ রানও।

এরপরই গুঁড়িয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং। পরের ৭ রান তুলেই শেষ ৪ উইকেট হারায় তারা।

আগামী বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই দিন পর দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৬৩/৪ (রয় ৯, বাটলার ১০১*, মালান ৬, বেয়ারস্টো ০, মর্গ্যান ৪০, মইন ১*; চামিরা ৪-০-৪৩-১, হাসারাঙ্গা ৪-০-২১-৩, কুমারা ৪-০-৪৪-০, থিকশানা ৪-০-১৩-০, চামিকা ২-০-১৭-০, শানাকা ২-০-২৪-০)।

শ্রীলঙ্কা: ১৯ ওভারে ১৩৭ (নিসানকা ১, পেরেরা ৭, আসালাঙ্কা ২১, আভিশকা ১৩, রাজাপাকসা ২৬, শানাকা ২৬, হাসারাঙ্গা ৩৪, চামিকা ০, চামিরা ৪, থিকশানা ২, কুমারা ১*; মইন ৩-০-১৫-২, ওকস ২.৩-০-২৫-১, রশিদ ৪-০-১৯-২, জর্ডান ৪-০-২৪-২, লিভিংস্টোন ৪-০-৩৪-১, মিলস ১.৩-০-১৯-০)।

ফল: ইংল্যান্ড ২৬ রানে জয়ী।

ম্যান অব দা ম্যাচ: জস বাটলার

ফের বার্সেলোনায় ফিরতে চান লিওনেল মেসি

প্যারিস, ১ নভেম্বর (হি.স) : কয়েক মাস হল প্যারিস সাঁ জাঁ-য় যোগ দিয়েছেন লিওনেল মেসি। এর মধ্যেই বার্সেলোনা সমর্থকদের আশার খবর দিলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে একদিন শহরে ফিরতে চলেছেন। কবে, সে সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তা দেননি মেসি। বার্সেলোনা শহরের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ রয়েছেই মেসির। দীর্ঘদিন তিনি সেই শহরে খেলেছেন। নিজের জীবনের সোনালি সময় কাটিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়েছেন, ফুটবলার হিসেবে বার্সেলোনায় তাঁর ফেরার সম্ভাবনা কম। তিনি হয়তো টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের মতো কোনও পদে নিজের প্রিয় ক্লাবে ফিরতে পারেন।

বার্সেলোনা ছেড়ে প্যারিস সাঁ জাঁ-য়ে যোগ দিয়েছেন মেসি। ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে সাঁ জাঁর। প্রিয় ক্লাব বার্সেলোনা ছেড়ে চলে এলেও একদিন স্পেনের ক্লাবে ফিরতে চান তিনি।

চোট কাটিয়ে ওয়েলস দলে বেল

চোটের কারণে প্রায় দুই মাস বাইরে থাকার পর মাঠে ফিরতে যাচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড গ্যারেথ বেল। ডাক পেয়েছেন চলতি মাসে ওয়েলসের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দলে।

বেলারুশ ও বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য সোমবার বেলকে নিয়ে ২৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেন ওয়েলস কোচ রবার্ট পেজ। সব ঠিক থাকলে বেলারুশের বিপক্ষে সূচিতে জাতীয় দলের হয়ে ১০০তম ম্যাচ খেলবেন সাবেক টটেনহ্যাম হটস্পার তারকা।

গত সেপ্টেম্বরে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় বেল মিস করেন বাছাইপর্বে ওয়েলসের শেষ দুটি ম্যাচ। এই সময়ে রিয়ালের হয়েও খেলতে পারেননি ক্লাসিকোসহ বেশ কয়েকটি ম্যাচে।

স্কাই স্পোর্টসকে রবার্ট জানান, তারা যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবেই সময় মতো সেরে উঠছেন বেল। তিনি আশাবাদী, দলকে সাহায্য করার জন্য শতভাগ প্রস্তুত থাকবেন ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

'সে ভালো অবস্থায় আছে। আমি ও দলের মেডিকেল টিম যেমন চেয়েছিলাম ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে সে। আমি গত সপ্তাহে তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি এবং সে (বেলারুশে) যেতে চায়।'

'সে নিজেকে শতভাগ ফিট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। সে মাঠে ফিরেছে। সে এখনও ক্লাবে দলের সঙ্গে পুরোপুরি অনুশীলনে যোগ দেয়নি তবে আমাদের হাতে আরও এক সপ্তাহ আছে। (শারীরিকভাবে) সে সেখানেই আছে যেখানে আমরা তাকে দেখতে চাই আর এটি খুব ভালো খবর।'

জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে যে এই উইঙ্গারের রিয়ালের হয়ে খেলার সম্ভাবনা খুব কম, তাও বুঝতে পারছেন পেজ।

বাছাইপর্বে 'ই' গ্রুপে ছয় ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে ওয়েলস। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে চেক রিপাবলিক। যদিও এক ম্যাচ কম খেলেছে ওয়েলস।

ওয়েলসের সমান ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বেলজিয়াম।

আগামী ১৩ নভেম্বরে বেলারুশের বিপক্ষে ম্যাচের তিন দিন পর বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে ওয়েলস।

CANCELLATION ORDER

The Press Notice Inviting e-Tender No e-PT-XVIII/EE/RD/STB/2021-22 Dt.- 14/09/2021, subsequent DNIT NO-82/EE/RD/STB/DNIT/2021-22. Dt.- 14/09/2021 which was floated for the work tender namely "Repair & Maintenance of steel foot bridge over Muhuri river at Duluchara near the LI Scheme at Uttar Jolaibari GP of Jolaibari RD Block" is hereby cancelled as both the bidder have been found informal after the details scrutiny of their submitted documents in the technical bid. Accordingly, the above mentioned DNIT is hereby cancelled in order to re-tender again & proper response to the intending bidders.

Sd/- Illegible
ExecutiveEngineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

ICA-C-2545/2021-22

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

NIT has been invited by the Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala from reputed firms / agencies for "Operating/Running a Coffee Shop at the inpatient waiting area of AGMC & GBP Hospital, Agartala".

The last date of submission of quotations is up to 14:00 hours on 22.11.2021. The specifics of the NIT may be seen at the AGMC Website www.agmc.gov.in and also may be seen at Notice Board, Office of the Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala and can also be collected in person from the Office of the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala (S & P Section) on any working days from 01 .11.2021 to 20 .11.2021 between 11.00 am and 4.00 pm.

ICA-C-2549/2021-22

Medical Superintendent & HoD
AGMC & GBP Hospital, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDERNO:-09/EE/WR-III/UDP/2021-22 **Date: 29.10.2021**

The **Executive Engineer, Water Resource Division No.III,** Udaipur, Gomati, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **26.11.2021** for the following work. The tender will be opened **on 29.11.2021 at 4.00 PM,** if possible.

SL No	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Time for Completion
1	Construction of 14 (fourteen) nos. DTW **in** various Blocks areas under the jurisdiction of W.R. Division No.III, Udaipur, Gomati, Tripura under NABARD Scheme during the year 2021-22/ SH: Drilling and Development of DTW with contractors Direct rotary normal power drilling Rig including providing ERW pipes, Pea Gravels etc. and allied works. **DNITNo. 08/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/ DNIeT/2021-22**	1,93,01,602.00	1,93,016.00	6 (six) months

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. **Submission of bids physically is not permitted.**

Bid fee and **Earnest Money** are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal **any time after start date of bid submission and before bid submission end date** using **Net Banking** facility by the bidders. The **Bid Fee** of **Rs.2,500.00** (Rupees two thousand five hundred) only to be paid electronically over the Online Payment facility, is **Non-Refundable** and to **be deposited to the Government account automatically as revenue.**

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the **Executive Engineer, Water Resource Division No.III, Udaipur, Gomati, Tripura** and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to **eepwdwrudpiii@rediffmail.com**

Note:

***NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.**

*** PAYMENT WILL BE MADE ON AVAILABILITY OF FUND IN RESPECTIVE HEAD OF ACCOUNT.**

ICA-C-2546/2021-22

Sd/- (Er. M. Mog)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন বিজেপির প্রার্থীরা। ছবি নিজস্ব।

জি-২০ সম্মেলনে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের খোঁজ করতে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): রোমের জি-২০ সম্মেলনে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর খোঁজখবর করতে গিয়ে আক্রান্ত সে দেশেরই সাংবাদিক। অভিযোগ নিরাপত্তারক্ষীরা নাকি ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'টিভি গ্লোবো'র সাংবাদিক লিওনার্দো মন্টেইরোকে ঘাড়ধাক্কা দিয়েছে।শুধু তাই নয় তাঁকে নাকি মারধরও করা হয়েছে। ঘটনা ঘিরে শোরগোল জি-২০ সম্মেলনের শেষবেলা।

ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'টিভি গ্লোবো'র সাংবাদিক লিওনার্দো মন্টেইরোর উপর নাকি বলসোনারোর রাগ অনেকদিনের। জনসমক্ষ প্রেসিডেন্টকে একাধিক প্রশ্ন করে বারবার অস্বস্তিতে ফেলেন, তাঁর বিরুদ্ধে 'মিথ্যে খবর' প্রকাশ করেছেন। এসব অভিযোগ ছিল লিওনার্দোর বিরুদ্ধে। ফলে প্রেসিডেন্টের চক্ষুশূল ছিলেন তিনি। তার উপর আবার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গিয়ে প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে 'অহেতুক' কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছিলেন সাংবাদিক। ফলে যা হওয়ার তাই।

জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাসিলিয়া থেকে রোম পৌঁছে গিয়েছিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো। তারপর নাকি গোটা সম্মেলনে একবারও দেখা যায়নি তাঁকে। এমনকি রবিবার যখন জি-২০ সম্মেলন শেষে বিখ্যাত 'ট্রেভি ফাউন্টেনে'র সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সব রাষ্ট্রপ্রধানরা ছবি তুলছিলেন, তখনও দেখা যায়নি ব্রাজিল প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোকে।

এরপর তাঁর খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'টিভি গ্লোবো'র সাংবাদিক লিওনার্দো মন্টেইরো। অভিযোগ, তাঁকে বাঁধা দেন বলসোনারোর নিরাপত্তারক্ষীরা। সাংবাদিকের পেটে ঘুসি মারা হয়। প্রকাশ্যে আসা একটি ভিডিওতেও দেখা যায়, লিওনার্দোর প্রশ্নের পরই তাঁকে মারধর শুরু করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সেসময় সেখানে উপস্থিত বলসোনারোর সমর্থকরাও সাংবাদিকের উদ্দেশে গালিগালাজ করে স্লোগান তোলে। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট শোরগোল শুরু হয় রোমে। শোনা গিয়েছে, ব্রাজিল প্রেসিডেন্টের জন্য কয়েকজন ইটালীয় নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল। তাঁরাই কি সাংবাদিক লিওনার্দোর উপর হামলা চালাল নাকি হামলাকারীরা বলসোনারোর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের তরফে এ নিয়ে মুখে কুলুপ। প্রতিক্রিয়া মেলেনি জি-২০ প্রেস টিমেরও। এটাই প্রথম নয়, সাংবাদিকদের সঙ্গে মোটেই সুসম্পর্ক নয় বলসোনারের। কোনও অস্বস্তিকর প্রশ্ন শুনলেই তিনি ক্ষেপে যান। আগেও বেশ কয়েকজন সাংবাদিক তাঁর রোষানলে পড়েছিলেন। এটিও সেই তালিকার একটি সংযোজন।

গ্লাসগোতে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ভারতীয় সম্প্রদায় বলল তাঁরা গর্বিত

গ্লাসগো, ১ নভেম্বর (হি.স.): গ্লাসগোতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। জলবায়ু সংক্রান্ত 'কনফারেন্স অব পার্টিজ' (সিওপি২৬) সম্মেলনে যোগ দিতে গ্লাসগোতে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গ্লাসগোর একটি হোটেলে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা গানের সঙ্গে উল্লাস ও স্বাগত জানান মোদীকে। ভারতীয় প্রবাসী প্রতিনিধিদের একটি দল তাঁকে "ভারত মাতা কি জয়" ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়।

তাঁরা সকলেই জাতীয় পতাকা হাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ হাততালি দিচ্ছিলেন, কেউ গান করছিলেন এবং কেউ নমস্তে নিবেদন করছেন যখন প্রধানমন্ত্রী করতালি ও উল্লাসে হেঁটে চলেছেন। কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে গানের সুরে বলতে থাকেন, "দেশ কা ইয়ারোঁ কেয়া কেহনা, মোদী হ্যায় ভারত কা গহনা।' প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিজেদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেন অনেকেই। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পেরে গর্ব অনুভব করছেন।

উল্লেখ্য, ১ ও ২ নভেম্বরে জলবায়ু সংক্রান্ত 'কনফারেন্স অব পার্টিজ' (সিওপি২৬) সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। জলবায়ু রক্ষায় দায়বদ্ধ ভারতের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা মোদী ওই সম্মেলনে বলবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হতে পারে। জলবায়ুর নজরদারিতে ভারতের নিজস্ব ব্যবস্থা ('ট্র্যাকার') নিয়েও ঘোষণা হতে পারে ওই সম্মেলনে।

রাশিয়ায় করোনায় আরও ১,১৫৫ জনের মৃত্যু

মস্কো, ১ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্তে রাশ টানাই যাচ্ছে না রাশিয়ায়। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল বাড়ছে রাশিয়ায়। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,১৫৫ জন রোগীর। এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৩৯,৬৯৩ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে রাশিয়ায়।

বগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০,৪০২ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৫৫৪,১৯২ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৩৮১, ৭২৬ জন। সদ্য শেষ হওয়া সেপ্টেম্বর মাস কোভিডের জন্য ভীষণ খারাপ কেটেছে রাশিয়ার। সেপ্টেম্বর মাসেই করোনায় মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার মানুষের।

সপা-আরএলডি জোটকেই প্রাধান্য, উত্তর প্রদেশ ভোটে লড়বেন না অখিলেশ

লখনউ, ১ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। ভোটে লড়ার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি)-এর সঙ্গে জোটকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। সোমবার অখিলেশ নিজেই জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না তিনি। তিনি জানিয়েছেন, 'আরএলডি-র সঙ্গে আমাদের জোট চূড়ান্ত। আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হবে।'

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব আজমগড়ের সাংসদও। তিনিই দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীও। তিনি জানিয়েছেন, আসন্ন ভোটে লড়ার ইচ্ছে নেই তাঁর। শিবপাল যাদবের প্রগতিশীল সমাজবাদী পার্টিকে ভোটে নেওয়ার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব বলেছেন, আমার কোনও সমস্যা নেই। তাঁকে এবং তাঁর লোকজনকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হবে।"

নবাব মালিকের সঙ্গে আন্ডারওয়ার্ল্ডের সম্পর্ক রয়েছে, পাল্টা দাবি ফড়নবীশের

মুম্বই, ১ নভেম্বর (হি.স.): এনসিপি নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিকের সঙ্গে আন্ডারওয়ার্লরে সম্পর্ক রয়েছে। সোমাবার পাল্টা এমনদাবি করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ।

এনসিপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী নবাব মালিক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন। মাদক ব্যবসায় অভিযুক্তের সঙ্গে ফড়বীশের স্ত্রী অমৃতার একটি ছবি টুইট করে নবাবের অভিযোগ, মাদক ব্যবসায়ীরা আগের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে সুরক্ষা পেত। এদিন মালিক জয়দীপ রানার ছবি টুইট করেন। সম্প্রতি মাদক চোরাচালানের মামলায় গ্রেফতার হয়েছে জয়দীপ। টুইট করা ছবিতে দেবেন্দ্র এবং অমৃতা সঙ্গে দাঁড়িয়ে জয়দীপ।

এদিকে দেবেন্দ্র ফড়নবীশ নবাব মালিকের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং দীপাবলির পরে আন্ডারওয়ার্লরে সাথে মালিকের সম্পর্ক প্রকাশ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এর জবাবে মালিকও টুইট করে দেবেন্দ্রকে ট্যাগ করে লেখেন, "আমি প্রস্তুত।"

মালিক দাবি করেন যে রানার সাথে ফড়নবীশের সুসম্পর্ক রয়েছে। নবাবের আরও অভিযোগ, এই রানা "মুম্বই রিভার অ্যাম্বেম" নামক একটি অ্যালবামে বিনিয়োগ করেছিলেন যেখানে অমৃতা সোনু নিগমের সঙ্গে গান গেয়েছিলেন।

নবাব মালিক এই বিষয়ে বলেন, "দেবেন্দ্রজির সঙ্গে জয়দীপ রানা যুক্ত। ফড়নবীশ যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর স্ত্রী অমৃতা অ্যালবামটি প্রকাশ করেছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সুধীর মুনগান্টিওয়ার এবং আরও অনেকে অ্যালবামে অভিনয় করেছিলেন। এটি পরিচালনা করেছিলেন সচিন গুপ্ত, ক্রিয়েটিভ হেড ছিলেন মণীশ খানকা এবং ফিনান্স হেড ছিলেন জয়দীপ রানা। আরও একটি ছবি রয়েছে যেখানে গণেশ চতুর্থীর সময় উভয়কে একসাথে দেখা যায়, আমি জানি না তখন কে কার বাড়িতে গিয়েছিলেন। এই ব্যক্তি একটি বড় মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এই বিষয়ে ফড়নবীশের ভূমিকা খতিয়ে দেখা দরকার। আমরা বিচার বিভাগীয় কমিশন বা সিবিআইয়ের মাধ্যমে তদন্তের দাবি করছি।"

এই অভিযোগের জবাবে দেবেন্দ্র অবশ্য বলেন, "মালিক আমার ও আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন। অভিযুক্তদের আমাদের সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না, আমরা সামাজিক কাজে তাদের সাহায্য করছিলাম। অভিযুক্তরা আমার সঙ্গে ছবিও তুলেছিল, কিন্তু মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে আমার স্ত্রীকে টার্গেট করছেন। এটা তাঁদের সংস্কৃতি দেখায়।"

ফের গৃহবন্দি মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ১ নভেম্বর (হি.স.): আবারও গৃহবন্দী মেহবুবা মুফতি। সোমবার পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিকে আবারও গৃহবন্দী করা হয়েছে।

রাম মুন্সীবাগ থানার পুলিশ ওনার ভবনের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিয়েছে। এ সময় তাঁরতার বাড়ির বাইরে নিরাপত্তা বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। মেহবুবা মুফতির কার্যকলাপের উপর সম্পূর্ণ নজর রাখতে প্রধান ফটকে বিপি গাড়িও মোতায়েন করা হয়েছে।

আসলে, মেহবুবা মুফতি সোমবার শোপিয়ান জেলায় শহীদ আহমেদ রাথারের বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। বলা হচ্ছে, নিরাপত্তার কারণে তাদের শোপিয়ানে যেতে দেওয়া হয়নি।

সন্দেহজনক অবস্থায় শহীদ আহমেদ রাথারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি মূলত দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বাসিন্দা ছিলেন। দৈনিক মজুরি শ্রমিক হিসেবে তিনি শোপিয়ানের এক কৃষকের আপেল বাগানে কাজ করতেন।

ভারতে ১০৬.৩১-কোটির ঊর্ধে টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১০৬.৩১-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১২ লক্ষ ৭৭ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৬,৩১,২৪,২০৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৪২ জনকে।

ভারতে ৬০.৯২-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ৮,৮১,৩৭৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬০,৯২,০১,২৯৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৮,৮১,৩৭৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৫১৪ জন।

গান্ধী ময়দান বিস্ফোরণে সাজা পেল ৯ দোষী ৪ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

পাটনা, ১ নভেম্বর (হি.স.): পাটনার গান্ধী ময়দানে ২০১৩ সালের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলায় সাজা দেওয়া হল ৯ জন দোষীকে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে ৪ জন দোষীকে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে দু"জনকে, দু"জনের ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং একজনের ৭ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছে এনআইএ আদালত। সোমবার সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে ২০১৩ সালের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলায় গত ২৭ অক্টোবর (বুধবার) ৯ জনকে দোষীসাব্যস্ত করেছিল পাটনার বিশেষ এনআইএ আদালত। প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয় একজনকে।

নরেন্দ্র মোদী তখন ছিলেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী, সেই সময় "হুঙ্কার" সমাবেশে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়। সেই মামলাতেই গত বুধবার ৯ জনকে দোষীসাব্যস্ত ঘোষণা করা হয়। সাজা ঘোষণা করা হয়েছে সোমবার। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে ৪ জন দোষীকে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে দু"জনকে, দু"জনের ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং একজনের ৭ বছরের কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর "হুঙ্কার" সমাবেশে বক্তব্য রাখতে পাটনায় গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সমাবেশ শুরু হওয়ার আগে, পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়। ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু ৬ জনের এবং কমপক্ষে ৯০ জন আহত হন। তারপরও সমাবেশে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী, বিস্ফোরণের নিন্দা করে শান্তির কামনা করেছিলেন তিনি। ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর মামলার তদন্তভার হাতে নয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে ১১ জনের নামে চার্জশিট পেশ করে এনআইএ। এই মামলায় অভিযুক্ত ৯ জন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন সন্দেহভাজন ও একজন সিমি-র সদস্য। ২০১৩ সালের সেই মামলায় গত বুধবার রায় ঘোষণা করে পাটনার বিশেষ এনআইএ আদালত। দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছে ৯ জন, সোমবার সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।

সমস্ত ক্লাসের জন্য স্কুল উন্মুক্ত দিল্লিতে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে খুশি সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে সমস্ত ক্লাসের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল স্কুল। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য শিক্ষাঙ্গন আগেই খুলেছিল, কিন্তু সোমবার থেকে সমস্ত ক্লাসের পঠনপাঠনের জন্য স্কুল খুলে গিয়েছে দিল্লিতে। এদিন সকালেই দিল্লির বিনোদ নগরের রাজকিয়া সর্বোদয় বাল/কন্যা বিদ্যালয়, রাজ নিবাস মার্গের রাজকিয়া প্রতিভা বিকাশ বিদ্যালয়, লোধি রোডের এয়ার ফোর্স বালভারতী স্কুল-সহ প্রায় সমস্ত স্কুলই সমস্ত ক্লাসের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দিন পর শিক্ষাঙ্গনে সমস্ত ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে খুশি প্রকাশ করেছেন দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। এদিন সকালে বিনোদ নগরের রাজকিয়া সর্বোদয় বাল/কন্যা বিদ্যালয়ে যান সিসোদিয়া। সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি বলেছেন, 'স্কুল পুনরায় খুলে যাওয়ায় ভীষণ আনন্দিত, বিশেষ করে নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস শুরু হওয়ায় খুশি। সমস্ত করোনা-প্রটোকল মেনে চলা হচ্ছে।'

সরকারি স্কুলগুলি এদিন খুলে গেলেও, বহু বেসরকারি স্কুল এদিনও খোলেনি। দীপাবলির পর স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেক বেসরকারি স্কুল। এদিন স্কুলে ঢোকার আগে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী মাস্ক পরে রয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করা হয়, থার্মাল স্ক্যানিং করা হয়। দিল্লিতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমতেই, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে দিল্লিতে খুলে দেওয়া হয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য স্কুল। ওই দিন থেকেই খুলেছিল কোচিং ইনস্টিটিউটও। নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পঠনপাঠন বন্ধ ছিল। যা শুরু হল সোমবার থেকে।

দেশব্যাপী লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি পেট্রোলের, পিছিয়ে নেই ডিজেলও

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): দেশব্যাপী লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে পেট্রোলের দাম। মূল্যবৃদ্ধির দৌড়ে পিছিয়ে নেই ডিজেলও। দিল্লি ছাড়া দেশে সমস্ত মেট্রো শহরেই ১০০-টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে ডিজেল। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে রীতিমতো নাজেহাল দেশবাসী। সোমবারও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেলের দাম। দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ১১০-টাকা ছুঁইছুঁই, কলকাতায় ১১০-টাকার গণ্ডি ছাড়িয়েছে পেট্রোলের দাম। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি চিন্তা বাড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের।

সোমবার দিল্লিতে ০.৩৫ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম, ফলে রাজধানীতে এদিন পেট্রোলের দাম ১০৯.৬৯ টাকায় পৌঁছেছে এবং ডিজেলও ০.৩৫ পয়সা বেড়ে ৯৮.৪২ টাকা ছুঁয়েছে। মুম্বইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১১৫.৫০ টাকা ও ডিজেল ১০৬.৬২ টাকা। কলকাতায় সোমবার লিটারপ্রতি পেট্রোল বিক্রি হয়েছে ১১০.১৫ টাকায় এবং ডিজেলের বর্ধিত দাম ১০১.৫৬ টাকা। চেন্নাইয়ে দাম বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ১০৬.৩৫ টাকা ও ডিজেল ১০২.৫৯ টাকা।

পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত মাতাবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। আগামী চৌঠা নভেম্বর বৃহস্পতিবার দেওয়ালি মেলা উৎসব।দেওয়ালী মেলায় পুন্যার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত মন্দির নগরী উদয়পুর। একান্নপীঠের এক পীঠ উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির। আমাদের এই ছোট পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের জন্য সাড়া ভারতে সমাদৃত। অতিমারি করোনা মহামারির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার পর অর্থাৎ দীর্ঘ দুই বছর পর মাতাবাড়ি দেওয়ালী মেলা উৎযাপন করার জন্য সকল অংশের জনগন উদগ্রীব হয়ে আছে।তারই অঙ্গ হিসাবে উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ট্রাস্টের উদ্দোগে তথা গোমতী জেলা প্রসাশনের সহযোগিতায় আগামী ৪ ও ৫ নভেম্বর দুই দিন ব্যাপি দেওয়ালী মেলা উৎযাপন করার প্রস্তুতি নিয়েছে দেওয়ালী মেলা কমিটি। প্রায় সব প্রস্তুতিই চুড়ান্ত।এখন শুধু মাএ পুন্যার্থীদের আগমনের অপেক্ষা।এরই অঙ্গ হিসাবে এবারের মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। রবিবার সন্ধ্যারাতে মাতাবাড়ি মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জিলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী,গোমতী জেলার জেলা শাসক, জেলার পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং মহকুমা শাসক প্রমুখ।মেলা কমিটি আশা করছে করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে বহু সংখ্যক মানুষ মেলায় অংশগ্রহন করবে। পুর্ণ্যার্থীদের সাহায্যে প্রচুর পরিমানে পুলিশ বাহিনী থাকবে।থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা।মেলার দুইদিন উদয়পুর শহরে ঢুকার মুখে আটটি ড্রপগেইট থাকবে। গতবারের মত এবারও কল্যান সাগরের পাড়ে মঙ্গল আরতি হবে।আরতিতে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বাইরের বহু সাধু-সন্তরা। এবারের মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মেলাকে কেন্দ্র করে ২ নভেম্বর বাইরের অতিথি শিল্পীদের দিয়ে মন্দির চত্বরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মন্দিরের চারিদিকে আলোর রোশনাই ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা মেলা কমিটি ও মন্দির নগরীর জনগন পূর্ণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

এসইউসিআইয়ের উদ্যোগে শিক্ষা ভবনে বিভিন্ন দাবী ডেপুটেশন দেয়া হয়েছে সোমবার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।